গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা ২০ আগস্ট, ২০০৪ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

কংগ্রেস সরকার মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংস করছে

—কেন্দ্রীয় কমিটি

এস ইউ সি আই-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী গত ১০ আগস্ট এক বিবৃতিতে বলেন যে, সিপিআই(এম) সমর্থিত কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় বসার ১০০ দিন পার না হতেই একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, যার সর্বশেষ নিদর্শন প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ কমানো। ইতিমধ্যেই কংগ্রেস সরকার জনগণের প্রয়োজনীয় নানা ক্ষেত্রে ভরতুকি ছাঁটাই করেছে, গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পে বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করেছে, বিভিন্ন পরিষেবায় সেস্ চাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতি ও অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে, পাশাপাশি টেলিকম-বীমা-বিমান-পরিবহন ক্ষেত্রে বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিপতিরা যাতে নির্বিবাদে লুট চালাতে পারে সেজন্য এইসব ক্ষেত্রে বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সীমাবৃদ্ধি করা হয়েছে, সাথে সাথে ভারতীয় গরিব চাষীদের স্বার্থে ছুরি মেরে ভারতের শস্যবাজার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলির জন্য খুলে দিয়েছে। পূর্বতন বিজেপি সরকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতীয় ও বিদেশি একচেটে পুঁজির স্বার্থেই কংগ্রেস সরকার এইসব পদক্ষেপ নিচ্ছে। এভাবেই পুঁজিবাদী সংস্কার কর্মসূচিকে কংগ্রেস সরকার কার্যকর করছে এবং একেই তারা বলছে সংস্কারের 'মানবিক রূপ'।

কমরেড নীহার মুখার্জী বলেছেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে বাস্তবে সিপিআই(এম) যখন কংগ্রেস পরিচালিত সরকারের গাইড ও উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করছে এবং ''ধর্মনিরপেক্ষ'' কংগ্রেস পরিচালিত সরকারকে রক্ষা করা ও স্থায়িত্ব দেওয়ার নামে নিজেদের দলীয় ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থ চরিতার্থ করছে, তখন তাদের দলের সৎ কর্মী-সমর্থক ও মেহনতি জনগণকে ঠকাতে বাইরে লোকদেখানো প্রতিবাদের মহড়া দিচ্ছে। এটা সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিগুলির সহজাত দ্বিচারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। অবিলম্বে এই জনবিরোধী পদক্ষেপগুলি প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে কমরেড নীহার মুখার্জী জনগণের এই ন্যায্য দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করার জন্য গণআন্দোলন গড়ে তুলতে দেশের শ্রমজীবী জনগণকে আহ্বান জানিয়েছেন।

সমন্বয়ই আসল, সংগ্রাম লোকদেখানো

অবশেষে সিপিএম কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয় কমিটিতে গেল। সরকার গঠনের সূচনা পর্বে সিপিএম সরকারে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করেছিল। তেমনি সমন্বয় কমিটিতে আসার কংগ্রেসের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করে একটা লড়াকু ভাব দেখিয়েছিল। বলেছিল, 'কীসের সমন্বয়? কংগ্রেসের সঙ্গে কোন সমন্বয়-টমন্বয় নয়।' এসব কথা বললেও সিপিএম নেতৃত্ব ইউ পি এ সরকারের কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়েছিল এবং বারবার বলেছিল, এই সরকারকে তারা সমর্থন জানিয়ে যাবে। সরকার গঠনের অব্যবহিত পরে দ্বিদলীয় পরিষদীয় রাজনীতির নানান দিক ব্যাখ্যা করে আমাদের দল এস ইউ সি আই বলেছিল বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষায় বিজেপি বা বিজেপি জোট যদি একটা টিম হয় তাহলে কংগ্রেস বা কংগ্রেস জোট ঐ একই উদ্দেশ্যে অপর একটি টিম; এবং উভয় টিমই বুর্জোয়াদের স্বার্থ দেখতে গিয়ে জনবিরোধী পদক্ষেপ নেবে ও দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাবে। আড়াই মাসের শাসন আমাদের বিশ্লেষণকেই সঠিক বলে প্রমাণ করেছে। সিপিএম সমর্থিত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার যে বিজেপির পথেই চলছে, কংগ্রেস ও বিজেপি জোটের মধ্যে যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই, একথা জনগণের সামনে ক্রমশই স্পষ্ট হতে থাকে।

স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে, তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সমর্থক হিসাবে সিপিএম এই জনবিরোধী নীতির দায় কি এড়াতে

সাতের পাতায় দেখুন

ক্ষুদিরাম স্মরণে

বিপ্লবী ক্ষুদিরামের ৯৭তম শহীদ দিবস ১১ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্টের সামনে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে সভা। (উপরে) গার্ড অব অনার জানাচ্ছে কমসোমলের কিশোরকিশোরীরা। (নিচে) বক্তব্য রাখছেন এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, উপবিষ্ট রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস্ তপন রায়চৌধুরী, স্বপন বসু ও চিররঞ্জন চক্রবর্তী

বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানালেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও বুদ্ধিজীবীরা

'অ্যাবেকা'র উদ্যোগে রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বুদ্ধিজীবীরাও এগিয়ে এলেন। বিদ্যুতের পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে চিঠি পাঠালেন রাজ্য সরকারের কাছে। ঐ চিঠিতে তাঁরা বলেছেন, রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, সিইএসসি ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুতের মাশুল নতুন হারে ঘোষণা করেছে। এর দ্বারা বিদ্যুতের গড় মাশুল উভয় সংস্থার ক্ষেত্রেই কমিয়ে দেওয়া হল, একথা বলা হলেও বাস্তবে গরিব-মধ্যবিত্তের মাশুল ব্যাপক হারে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে হাজার হাজার টাকা বকেয়াও চাপানো হয়েছে সাধারণ গ্রাহকদের উপর। অপরদিকে বৃহৎ শিল্পপতি ও বড় বড় গ্রাহকদের মাশুল কমানো হয়েছে এবং তাদের টাকা ফেরৎ দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। অর্থাৎ মাশুল কমার সমস্ত সুফল বৃহৎ শিল্পপতি ও বড় গ্রাহকদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

বুদ্ধিজীবীরা আরও বলেছেন, রাজ্য সরকার এই বর্ধিত মাশুল রদ ও বকেয়ার বোঝা প্রত্যাহারের কোন চেষ্টা না করে বকেয়ার কয়েকটি কিস্তি বাড়িয়ে দিয়ে বিষয়ের গুরুত্বকে লঘু করে দেবার চেষ্টা করেছে, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। এভাবে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো উচিত নয়, এই অভিমত ব্যক্ত করে ঐ চিঠিতে তাঁরা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করেছেন, যাতে সরকার এখনই বিদ্যুৎ আইন ২০০৩-এর ১০৮নং ধারা প্রয়োগ করে কমিশনের ঘোষিত মাশুল রোধ করে এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ আইন পাল্টানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানায়। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন —

সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনন্দ সান্যাল, অমল মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, কান্তীশ মাইতি, তরুণ নস্কর, চিন্তামণি কর, গণেশ হালুই, নিরঞ্জন প্রধান, শুক্তিশুভ্রা প্রধান, চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, অবনীমোহন সিন্‌হা, সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ, নারায়ণ সান্যাল, প্রতিভা বসু, মহাশ্বেতা দেবী, তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত, নবনীতা দেবসেন, আবুল বাশার, আবিরলাল মুখোপাধ্যায়, সমর বাগচী, সুজয় বসু, চির দত্ত, তাপস সেন, সুমিত্রা সেন, মমতাশঙ্কর, চন্দ্রোদয় ঘোষ, শ্রাবণী সেন, অমল দত্ত, সুকুমার সমাজপতি, মঙ্গল পুরকায়স্থ, রাজু মুখার্জী, অতুল চন্দ্র সেন, ফুলচাঁদ শর্মা, সুনীল কান্তি কর, মানিক মুখোপাধ্যায়।

কর্ণাটকের গুলবর্গায় ৩০ জুলাই ফিবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিশাল ছাত্রমিছিল *(সংবাদ আট পাতায়)*

বীরভূম

কৃষি মজুরদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের জয়

কৃষি মজুররা 'কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনে'র নেতৃত্বে আন্দোলন করে দৈনিক ৭ টাকা মজুরি বাড়াতে সক্ষম হল। বীরভূম জেলার সিউড়ী ২নং ব্লকের সেকমপুর গ্রামে কৃষি মজুরদের এই জয়ে গরিব মানুষরা উৎসাহিত।

সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি কার্যত কোথাওই দেওয়া হয় না। গ্রামের বড় কৃষকরা সিপিএম দলভুক্ত বলে তারা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করছে। সেকমপুর গ্রামেও সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েত সদস্যরা মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে নানাভাবে বাধার সৃষ্টি করে। সবকিছু অতিক্রম করে শ্রমিকদের একতা এবং সঠিক নেতৃত্বের ফলে এই আন্দোলন জয়যুক্ত হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে পঞ্চায়েতি কর বাতিল, সালিশি বিল প্রত্যাহার, এবং খেতমজুরদের সারা বছর কাজ এবং ফসলের ন্যায্য দাম সহ ১৪ দফা দাবিতে ভূরকুনা, কড়িধ্যা এবং অবিনাশপুর গ্রামপঞ্চায়েতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

দার্জিলিং

কালিম্পঙে দাবি আদায় করলেন বিদ্যুৎগ্রাহকরা

কালিম্পঙে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সমস্যা নিয়ে লাগাতার আন্দোলনের মাধ্যমে বহু দাবি আদায় করা হয়েছে। যেমন, জনৈক গ্রাহককে পাঠানো ৭৪,০০০ টাকার বিলের বিরুদ্ধে 'অ্যাবেকা'র আন্দোলনের ফলে ১৪,০০০ টাকায় তার মীমাংসা হয়েছে। অপর একজনের ১৮,১৫৩ টাকার বিল কমে গিয়ে ৩৫৩ টাকা হয়েছে। এছাড়া বিনা নোটিশে লাইন কাটা ও পরিচয়পত্র ছাড়া মিটার রিডারদের বাড়িতে প্রবেশ বন্ধ হয়েছে। এই আন্দোলনের প্রভাবেই কালিম্পঙ, আলগাড়া, পেডং, মুনসং ইত্যাদি এলাকায় অ্যাবেকার কাজকর্ম বিস্তার লাভ করেছে।

গত ১৮ জুলাই কালিম্পঙে অনুষ্ঠিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের এক জনসভায় উপরোক্ত বিষয়গুলি জানালেন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের আঞ্চলিক নেতৃবৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক অমৃত খালিং, প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'অ্যাবেকা'র জেলা সম্পাদক শঙ্কর পাল। সভা থেকে অধ্যাপক খালিংকে সভাপতি, বিষ্ণু ছেত্রীকে সম্পাদক, বি বি শাক্যকে সহ-সম্পাদক এবং বি বি প্রধানকে কোষাধ্যক্ষ করে ২২ জনের এক স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়।

মেদিনীপুর

এগরায় অসংগঠিত শ্রমিকদের কনভেনশন

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা মহকুমার অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে ১ আগস্ট শ্রমিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে বিড়ি শ্রমিক, সংবাদপত্র হকার, পরিবহন শ্রমিক, রিক্সা শ্রমিক, মুটে মজদুর,

রাজমিস্ত্রি প্রমুখ প্রায় দেড়শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রতিনিধিগণ তাঁদের জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, বিশেষ করে সারা বছরের কাজ, ন্যায্য মজুরি, সস্তায় রেশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমা, বার্ধক্য পেনশন প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে আলোচনায় অংশ নেন — প্রভাকর পণ্ডা, সেখ আব্দুল, বেনু প্রধান, অচিন্ত্য মাইতি, চানু মল্লিক প্রমুখ। কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক নেতা হরেন্দ্রনাথ মাইতি। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ এন কে প্রধান। বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ মধু বেরা, জগদীশ সাহু, অজিত ভৌমিক, ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর জেলা সম্পাদক কমরেড সিদ্ধার্থ মহাপাত্র এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিমল জানা। কমরেড বিমল জানা তাঁর বক্তব্যে বলেন, অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য কার্যত কোন আইন নেই। যতটুকু আছে তাও কার্যকরী হচ্ছে না। তাদের অসহায়তা ও অসংবদ্ধতার সুযোগে ক্ষমতাসীন দলের ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা তাদেরকে ব্যবহার করে নিজেদের আখের গুছিয়ে নিচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে তাদের সঠিক শ্রমিক সংগঠনকে চিনে নিয়ে শোষণমুক্তির পরিপূরক হিসাবে নিজেদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কনভেনশন থেকে কমরেড জগদীশ সাউকে সভাপতি ও কমরেড চানু মল্লিককে সম্পাদক করে ১১ জনকে নিয়ে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর আঞ্চলিক কমিটি গড়ে তোলা হয়।

ফেরিতে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ

চরকেন্দ্যামারী-হলদিয়া টাউনশিপ ফেরি সার্ভিসের ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে যাত্রীরা গত ১ আগস্ট থেকে বিক্ষোভ-অবরোধ-ফেরিঘাট বয়কট আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। ফেরিযাত্রী সমন্বয় কমিটির সহসভাপতি ভবানীপ্রসাদ দাসের অভিযোগ — ডিজেলের দাম বেড়েছে মাত্র ৭ শতাংশ, অথচ যাত্রীভাড়া বাড়ানো হয়েছে ৫০ শতাংশ। ১৯৯০ সালকে ভিত্তি ধরলে পৌরসভার বার্ষিক ইজারা বাবদ আয় ১৫ হাজার থেকে বেড়ে এখন ১৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ডিজেলের দাম যেখানে আড়াই গুণ বেড়েছে, সেক্ষেত্রে যাত্রীভাড়া বেড়েছে ১২ গুণ এবং পৌরসভার আয় বেড়েছে প্রায় ৮৫ গুণ। সংগঠনের পক্ষ থেকে বর্ধিত যাত্রীভাড়া প্রত্যাহার, নতুন সময়সূচি নির্ধারণ সহ ফেরি সার্ভিসের সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়ি

ডিএসও কর্মীর ওপর এসএফআই-এর আক্রমণ

জলপাইগুড়ি জেলার কামাখ্যাগুড়ি শহীদ ক্ষুদিরাম কলেজে ছাত্র ভর্তির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবার পরও প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হতে পারেনি।

এ অবস্থায় এ আই ডি এস ও কলেজ কমিটির সম্পাদক কমরেড শৌভিক বণিক সকল ছাত্রের ভর্তির দাবিতে গত ১০ আগস্ট অধ্যক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেয়। অধ্যক্ষের ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই এস এফ আই-এর মানস মোছারী বিনা কারণে তার জামার কলার ধরে ঘুঁষি মারতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যে এস এফ আই কর্মীরা দলবদ্ধ হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় কিল চড় ঘুঁষি। এরপর ঐ কর্মীরাই কোন এক অজ্ঞাত কারণে রিক্সা করে তাকে এস এফ আই-এর এক কর্মীর বাড়িতে নিয়ে যায়। এ খবর কামাখ্যাগুড়ি বাজারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে কমরেড শৌভিক বণিকের অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। তখন তাকে কামাখ্যাগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঐ দিন রাতে ডাক্তারের পরামর্শে কমরেড শৌভিককে আলিপুরদুয়ার মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। এখনও সে চিকিৎসাধীন।

শিক্ষায় ব্যাপক ফি বৃদ্ধি, ডোনেশন প্রথার বিরুদ্ধে সকলের জন্য শিক্ষার দাবি নিয়ে একমাত্র ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও আন্দোলন গড়ে তুলছে, ছাত্রদের সংগঠিত করছে। এতেই এস এফ আই-এর ভয়। তাই কলেজে তারা গুণ্ডারাজ কায়েম করেছে।

এ আই ডি এস ও আলিপুরদুয়ার মহকুমা কমিটির সম্পাদক কমরেড খোকন রায় এই বর্বরোচিত আক্রমণের বিরুদ্ধে ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সহ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের এগিয়ে আসার এবং পাশাপাশি শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি, ডোনেশনের বিরুদ্ধে, সকলের জন্য শিক্ষার দাবিতে আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, পঠন-পাঠনের উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা, সকল ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি এবং কমরেড শৌভিক বণিকের উপর আক্রমণকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সংগঠনের পক্ষ থেকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কিশোরী ধর্ষণের প্রতিবাদে এম এস এস

১৪ বছরের এক কিশোরী বছরখানেক আগে আলিপুরদুয়ারের বাদল নগরের বাসিন্দা আইনজীবী নারায়ণ ঘোষের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতে আসে। সেখানেই মেয়েটি নারায়ণ ঘোষ কর্তৃক যৌননিগ্রহের শিকার হয় বলে অভিযোগ। প্রথম দিকে মেয়েটিকে মুখ খুলতে বাধা দেওয়া হয়। পরে সে তার বাবাকে ঘটনাটি জানালে তিনি থানায় অভিযোগ করেন যে, মেয়েটি অন্তঃসত্বা। দোষীব্যক্তিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে গত ১১ আগস্ট মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আলিপুরদুয়ার শাখার উদ্যোগে থানা এবং এসডিও'র কাছে গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কোচবিহার

সিপিএম ত্যাগ করায় সন্ত্রাসের শিকার বামপন্থী কর্মীরা

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জের দেওচড়াই অঞ্চলে খেতমজুরদের কাজে বাধা দিচ্ছে সিপিএম। জমির মালিক আছরউদ্দিন আহমেদ এস ইউ সি আই দল করেন, এই কারণেই তাঁর জমিতে এই 'লেবার বয়কট'। এই ঘটনায় শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ। তাঁদের প্রশ্ন, সিপিএমের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার হাতিয়ার তারা কেন হবে? তেমনই একজন খেতমজুর গত ২৪ জুলাই ঐ জমিতে কাজ করতে গেলে সিপিএম তাকে তাড়িয়ে দেয়। আছরবাবুর ছেলে নূর আলম প্রতিবাদ করলে সিপিএম দুষ্কৃতীরা তাকে মারধোর করে। এমনকী তার মা এবং স্ত্রীও আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি।

এই বয়কট দীর্ঘদিন ধরেই চলছে। একদা সিপিএমের কোচবিহার জেলা কমিটির সদস্য আছরবাবু সহ প্রাক্তন বিধায়ক দেবেন বর্মন প্রমুখ অনেকেই সিপিএমের অ-বাম রাজনীতির চরিত্র বুঝতে পেরে দল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন এবং এস ইউ সি আই দলে যোগ দেন। তাঁদের এই সঠিক রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সাহসিকতা জেলার বহু বামপন্থী কর্মীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। সিপিএম যত বামপন্থাকে বিসর্জন দিচ্ছে, ততই এস ইউ সি আই দলের প্রতি বামপন্থী মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। এতেই ক্রুদ্ধ হয়ে সিপিএম সন্ত্রাস চালাচ্ছে। আছরবাবুর চিলাখানা বাজারের দোকানে তালা লাগিয়ে দেওয়া, মিথ্যা খুনের মামলায় ফাঁসানো ছাড়াও ভাতে মারতে লেবার বয়কট করাচ্ছে।

শুধু আছরবাবুই নন, পাশের গ্রাম চিলাখানায় দরিদ্র ভাগচাষী সিরাজুল ইসলামকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। তিনি হাইকোর্টে লড়ছেন, পাশে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই। নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম বিধায়ক তমসের আলির বাড়ি দেওচড়াই গ্রামে। তাঁর বোন রবিয়া সরকার এস ইউ সি আই দলে যোগ দিয়েছেন। এই দল করা বন্ধ করতে তমসের আলি তাঁর বোনের বাড়িতে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দেওচড়াইয়ের আবুল হোসেন এস ইউ সি আইতে যোগ দেওয়ায় তাঁর পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মেরে ফেলা, পাট কাটতে না দেওয়া ইত্যাদি সন্ত্রাস সিপিএম চালিয়ে যাচ্ছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও এঁরা মাথা উঁচু করে লড়ে যাচ্ছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাই এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাঁদের লড়াইতে অনুপ্রাণিত করছে।

ইভটিজিং রুখতে ছাত্রী-অভিভাবকদের যৌথ প্রতিরোধ

কোচবিহার জেলার ঘোক্‌সাডাঙা বি কে ডি গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে কিছু দুষ্কৃতী অশালীন আচরণ করলে এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে 'ছাত্রী-অভিভাবক সংগ্রাম কমিটি' গঠন করেন। ঐ কমিটির প্রায় হাজারখানেক সদস্য গত ২৯ জুলাই বিশাল মিছিল সহকারে ঘোক্‌সাডাঙা হাট পরিক্রমা করে থানায় বিক্ষোভ দেখান। তাঁরা দাবি করেন, ইভটিজারদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং ইভটিজিং বন্ধ করতে স্থায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বাদল পাল, অঞ্জন সরকার, পিন্টু সরকার, বিরাজকুমার দাস, রবি প্রসাদ, রুমপা বর্মণ, নিবেদিতা সেন প্রমুখ। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন দিলীপ বর্মণ।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা

রেলযাত্রী সমস্যা প্রতিকারের দাবি

দক্ষিণ বারাসতে রেলযাত্রীদের সমস্যা সমাধানে আন্দোলনে নেমেছে ছাত্র সংগঠন ডি এস ও এবং যুব সংগঠন ডি ওয়াই ও। গত ৯ আগস্ট দক্ষিণ বারাসত স্টেশনে দ্বিতীয় টিকিট কাউন্টার খোলা, স্টেশনের কাছে ভাঙা পুলটির সংস্কার, স্টেশন রোড সংস্কার, স্টেশনে আলো-পাখা-বসার জায়গা ও শৌচাগারের ব্যবস্থা করা, সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ১২ বগির ট্রেন চালু

সাতের পাতায় দেখুন

অটলবিহারী বাজপেয়ীও সংঘ পরিবারেরই সৃষ্টি

এদেশে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার প্রধান শিবির আর এস এস তথা সংঘ পরিবার। পরাধীন ভারতে তার জন্মলগ্ন থেকেই সংঘ পরিবার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই এড়িয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে তাদের বক্তব্য ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অহরহ অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অন্ধ উগ্র বিদ্বেষ অতীতেও ছড়িয়েছে এবং এখনও তাই-ই করে চলেছে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীও এই সংঘ পরিবারেরই সৃষ্টি। নিজেকে আর এস এসের একজন 'স্বয়ংসেবক' বলে গর্ববোধ করেন। তবু মাঝে মাঝে সংবাদমাধ্যমে তাঁর বিশেষ কিছু বক্তব্য ছেপে কিছু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ধারণা তৈরি করা হয়েছে যে, বাজপেয়ী সংঘ পরিবারের লোক হলেও খানিকটা ভিন্ন চরিত্রের; তিনি বিজেপির অন্য নেতাদের মতো এতটা উগ্র নন, উদার মানসিকতার লোক। কিন্তু একটু বিচার করলেই দেখা যাবে যে, সংঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড ও নীতি থেকে বাজপেয়ী একটিবারের জন্যও বিচ্যুত হননি। রাজনৈতিক প্রয়োজনে সুবিধামতো কখনো কখনো কিছুটা উদারনৈতিক বক্তব্য রাখার ভান করলেও তাঁর বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের মূল সুর সংঘ পরিবারের সুরেই বাঁধা।

১৯৬৯ সালের আমেদাবাদ দাঙ্গা এবং ১৯৭০ সালের ভিওয়ান্দি দাঙ্গার প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, দুটি ক্ষেত্রেই বাজপেয়ী মুসলিমদের প্রতি অভিযোগের আঙুল তুলে জঘন্য বিষোদ্‌গার করেছিলেন। পরবর্তীকালে এই দাঙ্গাগুলির তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে বাজপেয়ীর তোলা অভিযোগগুলি মিথ্যা ছিল। প্রশ্ন হল, কেন তিনি তাহলে মিথ্যা অভিযোগ তুলেছিলেন? উগ্র মুসলিমবিদ্বেষ উস্‌কে তোলাই তাঁর লক্ষ্য ছিল, নয় কি?

কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি'র আসীন হওয়ার পরবর্তী ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলেও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। যেমন, গুজরাটে ১৯৯৮ সালে ডাংস জেলায় খ্রীষ্টানদের উপর আক্রমণ ঘটল। বাজপেয়ী তখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি কোনভাবেই এই ঘটনার নিন্দা করেননি, বরং ''ধর্মান্তরকরণ প্রসঙ্গে জাতীয় বিতর্ক দরকার'' বলে বাস্তবে উগ্র হিন্দুত্ববাদী আক্রমণকারীদেরই আড়াল করেছিলেন। বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল সশস্ত্র অবস্থায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে, এই অবস্থায় বাজপেয়ী নীরবই ছিলেন। ২ আগস্ট আদবানী বরোদায় বললেন, ''গুজরাটে আইনশৃঙ্খলার কোন সমস্যা নেই।'' অথচ পরিস্থিতি যখন ঘোরালো হয়ে উঠল তখন ৮ অক্টোবর গুজরাট পুলিশের ডাইরেক্টর জেনারেল সি পি সিং তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বললেন, ''বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের কর্মীরাই আইন শৃঙ্খলা হাতে তুলে নিচ্ছে। তার ফলে গুজরাটে শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর বিপদ তৈরি হয়েছে।'' ৪ ডিসেম্বর সারা দেশ জুড়ে ২ কোটি ৩০ লক্ষ খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী প্রতিবাদ দিবস পালন করেন। বাজপেয়ী সব কিছু দেখেও না-দেখার ভান করেছিলেন।

২০০২-এর ২৭ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের গোধরা স্টেশনের কাছে সবরমতী এক্সপ্রেসের এস-৬ কোচে আগুন দিয়ে মুসলমানরা করসেবকদের পুড়িয়ে মেরেছে — এই দুরভিসন্ধিমূলক অভিযোগ ব্যাপকভাবে প্রচার করে গুজরাট জুড়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়, মহিলাদের গণধর্ষণ করে হত্যা করা হয়। তাদের বাড়ি, সম্পদ, দোকান, কারখানা পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। এবং এই তাণ্ডব চলে দিনের পর দিন। বিজেপি'র মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁর সরকারের এম এল এ এবং পুলিশ-প্রশাসন সরাসরি হত্যা, লুঠ, অগ্নিকাণ্ডে লিপ্ত হয়। বেস্ট বেকারি মামলায় নরেন্দ্র মোদী সরকারকে সুপ্রিম কোর্ট যে ভাষায় অভিযুক্ত করেছে — সেটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। কোর্ট বলেছে, ''.....বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারালো। ....যখন বেস্ট বেকারি এবং নিষ্পাপ শিশু ও মহিলাদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে তখন আধুনিক নিরোগণ (কথিত আছে রোম শহর জ্বালিয়ে দিয়ে, জ্বলন্ত শহরে প্রাসাদে বসে নিরো বেহালা বাজিয়েছিলেন — সম্পাদক) অন্যদিকে তাকিয়ে রইল; আর অপরাধীদের কীভাবে বাঁচানো যায় বা রক্ষা করা যায় — তার পরিকল্পনা করছিল।'' (জাহিরা হবিবুল্লাহ এইচ সেখ বনাম গুজরাট সরকার (২০০৪) সুপ্রিম কোর্ট কেস ১৫৮, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮)। এতদ্‌সত্ত্বেও মোদী ও তার সরকারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেননি।

২৭ ফেব্রুয়ারি (২০০২) আমেদাবাদ থেকে সাংবাদিক শ্রীনিবাস ও দর্শন দেশাই রিপোর্ট করেছেন, ''প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী বিশ্বহিন্দু পরিষদের কাছে জোরালো আহ্বান জানান, আজকের (২৭ ফেব্রুয়ারি) গোধরা হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে তাঁরা যেন সংযত ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তাঁরা গুজরাটে নিজেদের পার্টি ও সরকারের উদ্দেশ্যে কোন সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন না — যেটা অধিকতর কার্যকরী হতে পারত।'' (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৮-২-২০০২)। না, বাজপেয়ী ও আদবানী সেই হুঁসিয়ারি না দিয়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের শুভবুদ্ধির কাছে আবেদন করে ঘটনার রাশ উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হাতেই তুলে দেন। ফল যা হবার তাই হল। গুজরাট রাজ্য সরকার, বিজেপি, বিশ্বহিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের মধ্যে সব পার্থক্য মুছে গিয়ে একাকার হয়ে গেল। গণহত্যায় তারা সংঘবদ্ধভাবেই মেতে উঠল। রিপোর্টাররা এসবই বুঝতে পারলেন, দেখতে পেলেন। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী কিছুই বুঝতে পারেননি — একথা বললে সেটা হবে ডাহা মিথ্যাচার। দিনের পর দিন তাঁরা সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন, ধ্বংস, ধর্ষণ ও গণহত্যা নির্বিবাদে চলতে দিয়েছেন।

১ মার্চ ২০০২ বাজপেয়ী এবং বড় রাজনৈতিক দলগুলির নেতৃবৃন্দ শান্তির জন্য আবেদন জানান। বাজপেয়ী এবং আদবানী 'আর এস এস নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন অযোধ্যা সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য, গুজরাটে আর এস এস কর্মীরা যা করছে সে বিষয়ে আলোচনা হল না।'(মনোজ যোশী ও সিদ্ধার্থ বরদারাজন, টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া, ২ মার্চ)। ২ মার্চ বাজপেয়ী দূরদর্শনে বললেন, 'এই হত্যাকাণ্ড জাতির ললাটে কলঙ্কচিহ্ন' এবং এটা 'বিশ্ব দরবারে ভারতবর্ষের সম্মান নিচে নামিয়ে দিয়েছে।' বাজপেয়ীর সঙ্গে সুর মিলিয়ে পরদিন ৩ মার্চ আদবানীও বললেন, 'গত চার বছর ধরে আমরা যেসব ভালো কাজ করেছি তার সব কিছুকে নস্যাৎ করে দিল এই কলঙ্ক চিহ্ন।' হিন্দুস্তান টাইমস্ (৪ মার্চ) লিখছে, ''সবরমতী এক্সপ্রেসে হত্যাকাণ্ডের পর আদবানী ৬ দিন ব্যাপী গুজরাট পরিভ্রমণকালে নারোদা, চমনপুরা ও বাপুনগর সহ দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকাগুলিকে এড়িয়ে যান এবং সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তাঁকে দেখে মনে হয় যেন তিনি পরিস্থিতির গভীরতা তখনও ধরতে পারেননি।'' যে কথাটা চেপে যাওয়া হল তা হচ্ছে, আসলে গণহত্যা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টতই ছিলেন উদাসীন। বাজপেয়ীরও একই মানসিকতা দেখা গেছে; 'লজ্জাজনক' হিংসায় একদিকে তিনি লোকদেখানো অনুতাপ করেছেন, আবার ৩ মার্চ কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তিনিই গণহত্যা প্রসঙ্গে 'অতিরঞ্জিত' সংবাদ প্রচারের অভিযোগ তুলে সংবাদমাধ্যমগুলিকেই দোষারোপ করেছেন। এবং হত্যাকাণ্ডের প্রধান হোতা বিশ্বহিন্দু পরিষদ ও বজরং দলকে নিষিদ্ধ করার দাবিকেও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

গণহত্যা ছড়িয়ে পড়ার পর ৪ এপ্রিল বাজপেয়ী গুজরাট যাওয়ার সময় পান। সেখানে বাছাই করা শব্দবিন্যাসে দুঃখপ্রকাশ করলেন — এই ঘটনা 'হৃদয়বিদারক'; তারপর বললেন, 'এখানে যা সব ঘটল — এরপর আমি কোন্ মুখে বিদেশ যাব!' যেন সত্যিই তিনি লজ্জায় পড়েছেন। এই বিবৃতি শুনে মনে হতে পারে যে, তাহলে হয়ত মোদী ও তার সরকারের আচরণে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ এবং তিনি হয়ত এজন্য মোদীকে ভর্ৎসনা কিংবা বরখাস্ত করবেন। না, তা তিনি করলেন না, বরং মোদীকে সস্নেহ উপদেশ দিলেন — 'রাজধর্ম পালন কর'। কী সেই রাজধর্ম তা তিনি বললেন না। রাজধর্ম যে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন — সেটুকু পর্যন্ত তাঁর মুখে এল না।

এরও এক সপ্তাহ পরে ১২ এপ্রিল গোয়ায় অনুষ্ঠিত হয় বিজেপি'র জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠক। সেখানে মুসলিমবিদ্বেষী বাজপেয়ীকে পাওয়া গেল স্বরূপেই। নরেন্দ্র মোদীর রক্ষাকর্তার ভূমিকায় দাঁড়ালেন তিনি। প্রথমেই তিনি বললেন, ''গোধরার ঘটনার পর যা ঘটেছে তা দুঃখজনক। কিন্তু প্রশ্ন হল, কারা এটা শুরু করেছে?'' গোধরার চিহ্নিত কিছু ক্রিমিনাল নয়, মুসলিম সম্প্রদায় এটা 'শুরু করেছিল' এবং তার যা দুর্ভোগ তার দায় স্বাভাবিক কারণেই তাদেরই বহন করতে হচ্ছে। এইভাবে, গণহত্যার যারা শিকার তাদের প্রতি সমবেদনা নয়, বরং তাদের বিরুদ্ধেই বাজপেয়ী ছুঁড়ে দিলেন অভিযোগ।

দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের সম্পর্কে তিনি বললেন, 'যেখানে মুসলিমরা আছে সেখানে তারা অন্যদের সঙ্গে বাস করতে চায় না। শান্তিপূর্ণভাবে বাস করার পরিবর্তে তারা অন্যদের মনে ভয় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করে ধর্মপ্রচার করতে চায়।' বললেন, 'ইসলামিক মৌলবাদীরা আতঙ্ক ও ভয়ভীতি ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটা হিন্দু সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত।'

তৃতীয়ত, তিনি বললেন, 'পরে যারা এসেছে' সেই মুসলিম ও খ্রীষ্টানদের থেকে 'আমরা' স্বতন্ত্র এবং উন্নত। 'যখন মুসলিম ও খ্রীষ্টান আসেনি সেই দিনগুলিতে আমরা ছিলাম ধর্মনিরপেক্ষ। আমরা ওদের প্রার্থনা করবার ও ধর্মাচরণ করবার অনুমতি দিয়েছি।' হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী পরম দয়ালু এক হিন্দু নেতার কণ্ঠস্বর! কিন্তু মজার ব্যাপার হল, যে বাজপেয়ী ইসলাম ধর্মকে বিদেশ থেকে আসা এবং অনুন্নত বললেন, সেই তিনিই তার আগের বছর ২০০১ সালে ইরানের রাজধানী তেহরানে ইরানি মজলিসে (পার্লামেন্ট) ১১ এপ্রিল ইসলাম ধর্মকে বলেছেন, ভারতের 'জাতীয় জীবনের অঙ্গ'। তিনি সেখানে বলেছিলেন, ''আমরা কোন ধর্মকেই বিদেশি মনে করিনা। প্রায় ১ হাজার বছর ধরে ইসলাম ধর্ম আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে।'' অর্থাৎ পরিস্থিতি বুঝে সুবিধামত বিপরীত কথা বলতেও বাজপেয়ীর এতটুকু দ্বিধা নেই।

তিন সপ্তাহ পর ১ মে লোকসভায় যখন তিনি হাজির হলেন তখন গোয়া সম্মেলনের বাজপেয়ীকে আর চেনা গেল না। তখন তিনি যেন সর্বধর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী এক মহাপুরুষ। বললেন, ''আমি আমার জীবনে যা কিছু অর্জন করেছিলাম তার সবটাই বুঝি হারিয়েছি। আমি আমার জীবনে জাত বা ধর্মের ভিত্তিতে কাউকে আলাদা করে দেখিনি।'' সত্যিই কি তাই? তা যদি হবে তবে তাঁর গোয়ায় প্রদত্ত বক্তৃতা কোন্ সত্য তুলে ধরে? আবার একই সঙ্গে তিনি জুড়ে দিলেন, ''সবরমতী ট্রেনের ঘটনায় অপরাধীদের যদি নিন্দা করা হত তাহলে তার প্রতিক্রিয়াজনিত হিংসাকে (গণহত্যাকে) এড়ানো যেতে পারত।'' অর্থাৎ গোধরায় মুসলমানরাই ট্রেনে আগুন দিয়ে করসেবকদের মেরেছে — আর এস এস এবং পরিষদের এই মিথ্যা প্রচারে সুর মিলিয়ে সকলে যদি মুসলমানদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতো তবে নাকি গুজরাট দাঙ্গা হত না — এটিই বাজপেয়ী বলতে চান। নরেন্দ্র মোদী ও আদবানীর মত তিনি বললেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর এই গণহত্যাকাণ্ড গোধরা হত্যাকাণ্ডেরই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

এদিকে গুজরাট জুড়ে তখন চলছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল, আর এস এস এবং বিজেপি'র দাপাদাপি; পুলিশ-প্রশাসন তখনও তাদের মদত দিয়ে চলেছে। মুসলিম জনগণ আতংকিত। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিতে ১৯ জুলাই ভেঙে দেওয়া হল গুজরাট বিধানসভা। যখন নির্বাচনী প্রচার আরম্ভ হল তখন মোদী তার বক্তৃতার পর বক্তৃতায় ঢেলে চললেন ইসলাম-বিদ্বেষী উগ্র হিন্দুত্বের বিষ। আদবানী বা বাজপেয়ী — কেউই মোদীর রাশ টেনে ধরলেন না। ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল নির্বাচন। মোদীর জয়-জয়কার। ১৮২টির মধ্যে ১২৭টি আসন বিজেপি'র দখলে। ১৭ ডিসেম্বর বিজেপি'র সংসদীয় দলের সভায় বাজপেয়ী তাঁর ভাষণে আবার গোয়া বক্তৃতার (১২ এপ্রিল) প্রতিধ্বনি করে নরেন্দ্র মোদীর 'ভালো কাজে'র প্রশংসা করলেন। বিজেপি'র সভাপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু ২৩ ডিসেম্বর হুমকি দিয়ে বললেন, 'আমরা প্রতিটি ক্ষেত্রে গুজরাট অভিজ্ঞতাকে (হিন্দুত্বের) প্রয়োগ করব..... আদর্শের প্রতি এটা জনাদেশ।' বাজপেয়ীও কম যান না; তিনি প্রেসের সামনে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে 'গুজরাট শক্তি'র উচ্চ প্রশংসা করলেন (স্টেটসম্যান ২৬-১২-০২)।

আবার সাম্প্রতিক লোকসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালে বাজপেয়ী ও আদবানী মুসলিম ভোটের জন্য আবেদন করেছিলেন। মুসলিমদের মন পেতে বাজপেয়ী বলেছিলেন, ''গুজরাট কাণ্ড আর কখনো ঘটতে দেব না। আমরা সব কিছু এমনভাবে সমাধান করে ফেলব যাতে গুজরাট কাণ্ড আর কখনো ঘটবে না।'' ১৩ জানুয়ারি

সাতের পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাজ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন

[সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা রাজ্যে সভা-সমাবেশের মধ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি বৈপ্লবিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। কয়েকটি রাজ্যের সংবাদ এই সংখ্যায় দেওয়া হল। — সঃগঃ]

ওড়িশা

৫ আগস্ট ওড়িশার ভুবনেশ্বরে লোহিয়া অ্যাকাডেমি ট্রাস্ট ভবনে মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস ও কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসেরও স্মরণ দিবস ৫ই আগস্ট। শত শত শ্রমিক-চাষী-ছাত্র-যুব-মহিলা ও বুদ্ধিজীবীদের একটি বর্ণাঢ্য মিছিল ভুবনেশ্বর রেল স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু করে সভাস্থলে পৌঁছায়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই ওড়িশা রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রঘুনাথ দাস। রাজ্য কমিটির অপর সদস্য কমরেড উদ্ধব জেনাও বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, ওড়িশা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড তাপস দত্ত।

তিনি বলেন, আমরা সকলেই জানি যে কমরেড এঙ্গেলস, সাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ মহান মার্ক্সের শুধু ঘনিষ্ঠতম বন্ধুই ছিলেন না, মার্ক্সবাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এঁরা একত্রে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ইস্তাহার তৈরি করেছেন ও তার প্রচার করেছেন। ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে এঁরা কেবল প্রেরণাই দেননি, নিজেরা সেই আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শনের উদ্‌গাতা হিসাবে মার্ক্সের পাশে এঙ্গেলসের নাম চির অম্লান হয়ে আছে।

তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ হচ্ছেন সর্বহারার অপর এক মহান নেতা, যাঁর জীবন ও শিক্ষা থেকে আমরা এ যুগে শ্রেণীসংগ্রাম ও গণসংগ্রামগুলি পরিচালনার পথনির্দেশ পাই। তাঁকে যৌবনে যে ঘটনা প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল, তা হল রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। ভারতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত করে শোষণের অবসান ঘটাবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কমরেড ঘোষ গভীর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জ্ঞান-জগতের সকল ক্ষেত্রে বিচরণ করে বিপ্লবী জ্ঞানের এক মূর্ত আধার হয়ে ওঠেন, যদিও স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষা তাঁর খুব বেশি ছিল না। তাঁর যাবতীয় জ্ঞানচর্চার মূলে ছিল একটি লক্ষ্য — শোষিত শ্রেণীর মুক্তি অর্জন। একটি সত্যিকারের সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলার জন্য যাঁরা দল গঠনে অগ্রণী হন, তাঁদের জড়িত করে, প্রচলিত সমস্ত অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা, ঐতিহ্যবাদী চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি এক নিরবচ্ছিন্ন ও তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেন যাতে আদর্শগত কেন্দ্রিকতা গড়ে তোলা যায়। অনুগামীদের তিনি সর্বদা বলেছেন, বিপ্লবের কথা কেবল মুখে নয়, নিজেদের জীবনকেও তেমনভাবে পরিচালনা করতে হবে। কোন কিছুই নকল না করতে ও কাউকেই অন্ধভাবে অনুসরণ না করতে শিখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন, সমালোচনা, আত্ম-সমালোচনার মধ্য দিয়েই নেতৃত্বকে সংহত ও শক্তিশালী করতে হয় এবং বিপ্লবী কর্মীদের দায়িত্ব সর্বদা জনগণের সাথে থাকা ও তাদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া। তাঁরই হাতে প্রতিষ্ঠিত যে দলের যাত্রা একদিন পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুরু হয়েছিল, তাঁরই নিরন্তর পথনির্দেশে ও পরিচালনায় সেই দল আজ দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন সময়ে চাষী আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র ও মহিলাদের আন্দোলন এবং ভাষা শিক্ষা আন্দোলনের নতুন অধ্যায় রচিত হয়েছে এস ইউ সি আই দলের নেতৃত্বে। কমরেড ঘোষের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যথার্থ কমিউনিস্টদেরও আকৃষ্ট করছে।

আমাদের দলে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শুরু করে যাওয়া প্রক্রিয়াতেই যৌথ নেতৃত্ব স্বাভাবিকভাবেই গড়ে ওঠে। আমাদের দলের নেতা ও কর্মীদের মধ্যে শুধু আদর্শগত সম্পর্ক নয়, হৃদয়ের সম্পর্ক রয়েছে। আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এই প্রক্রিয়াকে সযত্নে ক্রিয়াশীল রাখা ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে অবিচলভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দিল্লি

এস ইউ সি আই দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে ৫ আগস্ট দিল্লিতে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দলের শতাধিক কর্মী-সমর্থক-দরদী ও সাধারণ মানুষ। এই সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিকাশ সম্পর্কে আলোচনায় কমরেড চক্রবর্তী বলেন, বহুকাল আগেই কমরেড শিবদাস ঘোষ তদানীন্তন ঐক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছিলেন, ঐ পার্টিকে বড়জোর একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টি বলা যায়। ঐ পার্টির নেতাদের আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার অভাব না থাকলেও একটি যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর দল তাঁরা গড়ে তুলতে পারেননি। কমরেড শিবদাস ঘোষ সুনির্দিষ্টভাবে দেখান, একটি সত্যিকারের শ্রমিকশ্রেণীর দল গড়ে তুলতে হলে কীভাবে নেতাদের জীবনের সর্বদিক ব্যাপ্ত করে তীব্র সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। তাঁদের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিশ্ববীক্ষা অর্জন করতে হয়, যাবতীয় পুরনো ক্ষয়িষ্ণু ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে সর্বহারা সংস্কৃতি আয়ত্ত করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় একদল জাত বিপ্লবী গড়ে ওঠে, যাঁরা তাঁদের ব্যক্তিস্বার্থকে শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লব ও দলের সাথে বহুদূর পর্যন্ত একাত্ম করে দিতে সক্ষম। একমাত্র তখনই একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করার বাস্তব ভিত্তি তৈরি হয়েছে বলা যায়। কমরেড ঘোষ আরও দেখান যে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, যা একটি লেনিনীয় দলের সংগঠনের প্রাণ, তা চর্চার মধ্য দিয়ে যৌথ নেতৃত্বের জন্ম যদি না দেওয়া যায়, তাহলে সেই পার্টি কখনই সর্বহারাশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী হয়ে উঠতে পারবে না, সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার হতে পারবে না। কীভাবে মুষ্টিমেয় সহযোগী নিয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষ কঠিন ও কঠোর বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা করেন, তার ইতিহাস তুলে ধরেন কমরেড চক্রবর্তী।

তিনি বলেন, তথাকথিত কমিউনিস্ট পার্টিগুলির চরিত্র সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিশ্লেষণ আজ প্রতিদিন সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। আজ ভারতের শাসক পুঁজিপতিশ্রেণীর বিশ্বস্ত রাজনৈতিক দল কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে সমর্থন ও শক্তি জোগাচ্ছে সিপিআই ও সিপিএম। শুধুমাত্র ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার জন্য যেভাবে এই দলগুলি কংগ্রেসকে ধর্মনিরপেক্ষ ও প্রগতিশীল বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছে, তা নিকৃষ্ট সুবিধাবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী জনগণকে এই মূল সত্যটি উপলব্ধি করতে আবেদন জানান যে, কংগ্রেস ও বিজেপি একই বুর্জোয়াশ্রেণীর নির্ভরযোগ্য দু'টি দল। ফলে, সিপিআই, সিপিএমের সুবিধাবাদী প্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে তিনি আহ্বান জানান।

সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সংগঠনী কমিটির সদস্য কমরেড জে এন মণ্ডল।

আসাম

সর্বহারার মহান নেতা, এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ৫ই আগস্ট গুয়াহাটির বিষ্ণু নির্মলা ভবনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভার মুখ্য বক্তা, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য প্রয়াত মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন যে, দেশের বুকে কমিউনিস্ট নামধারী সিপিআই দল এবং এম এন রায়ের মত মার্কসবাদী নেতা থাকা সত্ত্বেও কমরেড শিবদাস ঘোষই একমাত্র নেতা যিনি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে দেশের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের এক যথার্থ বিজ্ঞানসম্মত ও ইতিহাসসম্মত বিশ্লেষণ তুলে ধরে দেখান যে, ঐ আন্দোলনে জাতীয় পুঁজিপতিশ্রেণীর নেতৃত্ব থাকায় দেশের মানুষের যথার্থ গণমুক্তি অর্জিত হয়নি। বিগত ৫৭ বছরের দেশের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই বিশ্লেষণ এবং শোষণমুক্তির জন্য পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে পথনির্দেশ তিনি দিয়ে গেছেন তা কত অভ্রান্ত।

তিনি আরও বলেন, শুধু তাই নয়, এই বিপ্লবের হাতিয়ার যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর দল হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তুলতে গিয়ে এই মহান নেতা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার প্রশ্নে যে বিশ্লেষণ তুলে ধরেন তা আজ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্টদের আকৃষ্ট করছে। কমরেড ঘোষের শিক্ষা তুলে ধরে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন যে, বিপ্লবের জন্য যেমন দরকার একটি যথার্থ দল, তেমনি প্রয়োজন উন্নত নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধের আধারে বিরামহীন গণআন্দোলন গড়ে তোলা, যার মাধ্যমেই দেশের জনগণের বিপ্লবী চেতনা এবং বিপ্লবী দলের সাথে একাত্মতা গড়ে তোলা সম্ভব। এই উন্নত নীতিনৈতিকতা এবং মূল্যবোধ প্রতিফলিত হতে হবে দলের প্রতিটি নেতা ও কর্মীর জীবনের মধ্য দিয়ে।

দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, বিজেপিকে প্রতিহত করার নামে সিপিএম, সিপিআই প্রমুখ তথাকথিত বামপন্থী দলগুলোর সমর্থনে কেন্দ্রে কংগ্রেস(ই) নেতৃত্বাধীন যে ইউপিএ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার দ্বারা

ছয়ের পাতায় দেখুন

কারাপ্রাচীরের অভ্যন্তরে স্মরণদিবস উদ্‌যাপন

আলিপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস ৫ই আগস্ট বিকাল ৩টায় শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সাথে পালিত হয়েছে। এস ইউ সি আই দলের বহু বিচারাধীন বন্দী ও সাধারণ বন্দীরা মিলিয়ে প্রায় ৪০০ জন স্মরণসভায় উপস্থিত থেকে গভীর আগ্রহের সাথে দলের বক্তব্য শুনেছেন।

সর্বহারার মহান নেতার উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশন করেন কমরেডস্ ভোলা দে, শঙ্কর ভাণ্ডারী, লক্ষ্মণ হালদার, দেবব্রত (দেবু) মণ্ডল ও অন্যান্যরা। মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন কমরেডস্ প্রফুল্ল মণ্ডল, প্রণব চ্যাটার্জী, অশোক চক্রবর্তী, ভোলা কর, শঙ্কর ভাণ্ডারী, ইউসুফ গায়েন, উত্থান পাল প্রমুখ।

শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের পর সভাপতির ভাষণে কমরেড রাজারাম রায়মণ্ডল ভারতবর্ষের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই দলকে গড়ে তোলার ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার পর সভার প্রধান বক্তা কমরেড সুন্দর চ্যাটার্জী মহান নেতার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বর্তমান সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে এস ইউ সি আই দলের শক্তিবৃদ্ধি ও বলিষ্ঠ গণআন্দোলন গড়ে তোলার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মার্ক্সের ক্যাপিটাল

ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

(কার্ল মার্ক্সের আমৃত্যু সহযোদ্ধা, সর্বহারার মহান নেতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মার্ক্সের ইতিহাস সৃষ্টিকারী গ্রন্থ ক্যাপিটালের মূল বিষয়টি সংক্ষেপে বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সামনে উপস্থিত করার জন্য ১৮৬৮ সালের ১-১৩ মার্চ দুটি অংশে বিভক্ত প্রবন্ধটি রচনা করেন। রচনাটি দুটি ''দেমোক্রাটিশে ওয়াশেনব্লাত'' পত্রিকার ২১ ও ২৮ মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মহান এঙ্গেলসের ১০৯তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে সপ্তাহব্যাপী (৫-১২ আগস্ট) এস ইউ সি আই-এর নানা কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় এঙ্গেলসের অমূল্য রচনাটির প্রথম অংশের বাংলা অনুবাদ আমরা প্রকাশ করছি। অনুবাদের ত্রুটিবিচ্যুতির দায়িত্ব আমাদের। — সম্পাদক, গণদাবী)

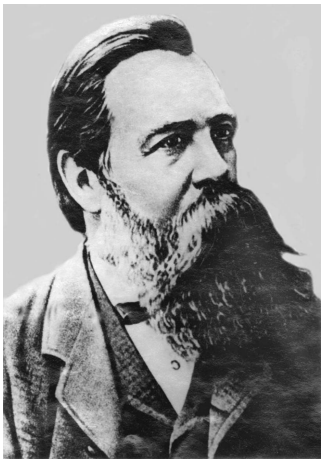

যেদিন দুনিয়ায় পুঁজিপতি এবং শ্রমিক এসেছে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোন বই বের হয়নি যার মূল্য আমাদের বর্তমান আলোচ্য বইটির সমান। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক, যাকে কেন্দ্র করে সমগ্র বর্তমান সমাজব্যবস্থা আবর্তিত হচ্ছে, এই বইতেই সর্বপ্রথম তা বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হয়েছে। আর, তা করা হয়েছে এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিখুঁতভাবে যা একজন জার্মানের পক্ষেই করা সম্ভব। (তত্ত্বগত আলোচনায় কান্ট থেকে হেগেল — জার্মানির এই ঐতিহ্যের কথাই এখানে এঙ্গেলস স্মরণ করেছেন। নোট আমাদের, স.গ) আওয়েন সেন্ট সাইমন অথবা ফুরিয়ের-এর রচনাগুলিও মূল্যবান। কিন্তু, পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিচের দৃশ্য যেমন স্পষ্ট ও সমগ্রভাবে দেখা যায়, তেমন স্পষ্ট ও সমগ্রভাবে আধুনিক সামাজিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ ক্ষেত্রটি দেখার মতো উচ্চতায় ওঠার কাজটা একজন জার্মানের জন্যই নির্ধারিত ছিল।

অর্থশাস্ত্র এতদিন দেখিয়েছিল যে, শ্রমই হচ্ছে সকল সম্পদের উৎস, সব মূল্যের মাপকাঠি। অর্থাৎ, দুটি বস্তুর উৎপাদনে যদি সমান শ্রমসময় লাগে তবে দুটি বস্তুর মূল্য হবে সমান এবং সেক্ষেত্রে একটির সঙ্গে অপরটির বিনিময় হতে পারে, কারণ গড়পড়তা হিসাবে সমান মূল্যেরই পারস্পরিক বিনিময় সম্ভব। কিন্তু একই সাথে এযাবৎ অর্থশাস্ত্র এও শিখিয়েছিল যে — এক ধরনের সঞ্চিত শ্রম আছে, যার নাম পুঁজি। পুঁজির মধ্যে মূল্যসৃষ্টির এমন এক সহায়ক শক্তি আছে যা জীবন্ত শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতাকে শতগুণ, সহস্রগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে, বিনিময়ে পুঁজি একটা নির্দিষ্ট প্রতিদান দাবি করে, যার নাম মুনাফা বা লাভ। আমরা সকলেই জানি, বাস্তবে ব্যাপারটা এমনভাবে ঘটে যাতে সঞ্চিত শ্রমের মুনাফা ক্রমাগত বিপুল পরিমাণে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। পুঁজিপতির পুঁজির পাহাড় তৈরি হয়, অথচ জীবন্ত শ্রমের মজুরি ক্রমাগত কমতে থাকে, এবং নিছক মজুরির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা শ্রমিকের সংখ্যা ও দারিদ্র্য আরও বেড়ে চলে। এই বিরোধের সমাধান হবে কী করে? উৎপাদনে শ্রমিক যতটা শ্রম দেয় তার পূর্ণ মূল্য যদি শ্রমিকই পেয়ে যায় তাহলে পুঁজিপতিদের মুনাফা থাকে কী করে? অথচ শ্রমের পূর্ণ মূল্যই তো শ্রমিকের পাওয়া উচিত। কারণ, শুধুমাত্র সমান সমান মূল্যেরই পারস্পরিক বিনিময় চলে। আবার উৎপন্ন দ্রব্য যদি শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়, যা বহু অর্থতত্ত্ববিদ স্বীকার করেন, তাহলে সমান সমান মূল্যের পারস্পরিক বিনিময় হয় কী করে? শ্রমিক তার উৎপন্ন দ্রব্যের পূর্ণ মূল্য পায় কী করে? এতদিন এই বিরোধের সামনে অর্থনীতিবিদরা ছিলেন অসহায়, অপ্রতিভভাবে এর জবাবে টুকরো টুকরো যা তাঁরা বলেছেন বা লিখেছেন তা অর্থহীন। এমনকী অর্থশাস্ত্রের পূর্বতন সমাজতন্ত্রী সমালোচকরাও এই বিরোধের দিকটির উপর জোর দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেননি, আজ পর্যন্ত এর সমাধানও কেউ দেননি। অবশেষে মার্ক্স মুনাফা সৃষ্টির পুরো প্রক্রিয়াটি তুলে ধরে একেবারে মূলে গিয়ে স্পষ্টভাবে দেখালেন, কোথা থেকে এবং কী করে মুনাফার উৎপত্তি হয়।

পুঁজির বিকাশের ধারা খুঁজতে গিয়ে মার্ক্স একটা সহজ ও অতি পরিচিত তথ্য থেকে শুরু করেন, তা হল — পুঁজিপতিরা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাদের পুঁজির মূল্য বাড়ায়; তারা টাকা দিয়ে পণ্য কেনে এবং কেনা দামের চেয়ে বেশি দামে তা বিক্রি করে। যেমন ধরা যাক, একজন পুঁজিপতি ১০০০ টেলারে তুলো কিনে তা ১১০০ টেলারে বিক্রি করে এবং এভাবে সে ১০০ টেলার ''কামায়''। মূল পুঁজির উপর বাড়তি এই ১০০ টেলারকে মার্ক্স বলেছেন ''উদ্বৃত্ত মূল্য''। এই উদ্বৃত্ত মূল্য আসছে কোথা থেকে? অর্থতত্ত্ববিদেরা যে মনে করেন, সমান সমান মূল্যেরই পরস্পর বিনিময় হয় — বিমূর্ত তত্ত্বের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই সত্য। কাজেই একটা রূপোর টেলার-এর বদলে ৩০টি রূপোর গ্রশেন পেলে বা খুচরো মুদ্রা দিয়ে একটা টেলার পেলে (১ টাকার বদলে দুটি ৫০ পয়সা বা চারটি ২৫ পয়সার মুদ্রার মতো — স.গ) যেমন কোন উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় না, তেমনি তুলো কিনে সেই তুলো বেচলে কোন উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এই বিনিময় প্রক্রিয়ায় কেউই আরও ধনী বা কেউই আরও গরিব হতে পারে না। বিক্রেতা যদি পণ্যের মূল্যের চেয়ে বেশি দামে পণ্য বিক্রি করে বা ক্রেতা যদি মূল্যের চেয়ে কম দামে পণ্য কিনতে পারে — তবে তার ফলেও উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না। কারণ যিনি ক্রেতা তিনি একই সঙ্গে বিক্রেতা এবং যিনি বিক্রেতা তিনি একই সঙ্গে ক্রেতাও বটে। তাই সবটা মিলিয়ে লাভে- ক্ষতিতে কাটাকাটি করে সমান হয়ে যায়। আবার ক্রেতা বা বিক্রেতারা একে অপরের কাছ থেকে কম দামে পণ্য কিনে নিলে তার দ্বারাও কোন নতুন মূল্য বা উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় না। শুধু বর্তমান পুঁজিটাই ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় পুঁজিপতিদের মধ্যে হাতবদল হতে পারে মাত্র। পুঁজিপতি যথার্থ মূল্যেই পণ্য কেনে ও যথার্থ মূল্যেই বিক্রি করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যতটা মূল্য বিনিয়োগ করেছিল তার থেকে বেশি মূল্য পায়। এটা সম্ভব হয় কী করে?

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় পণ্যের বাজারে পুঁজিপতি এমন একটা পণ্য পায়, যার একটা বিশেষ গুণ আছে; যে পণ্যটির ব্যবহার নতুন মূল্যের উৎস, যে পণ্যটি ব্যবহার করে নতুন মূল্য সৃষ্টি করা যায় — সেই পণ্যটি হল শ্রমশক্তি।

শ্রমশক্তির মূল্য কত? কোন পণ্য উৎপাদনে যতখানি শ্রম প্রয়োজন হয় তা দিয়েই মাপা হয় সেই পণ্যের মূল্য। শ্রমশক্তির আধার হল জীবন্ত শ্রমিক, যার জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণ চাই নিজের বাঁচার জন্য এবং পরিবার প্রতিপালনের জন্য, যে পরিবার তার মৃত্যুর পর শ্রমের জোগান অক্ষুণ্ণ রাখবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, জীবনধারণের এই উপকরণগুলি উৎপাদন করতে যতখানি শ্রমসময় লাগে তা-ই হল শ্রমশক্তির মূল্য। পুঁজিপতি সপ্তাহ হিসাবে এই মূল্য দিয়ে শ্রমিকের এক সপ্তাহের শ্রম ব্যবহার করার অধিকার কিনে নেয়। অর্থনীতিবিদ ভদ্রমহোদয়েরা শ্রমশক্তির মূল্য সম্পর্কে এতদূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সানন্দে একমত হবেন।

এরপর পুঁজিপতি তার শ্রমিককে কাজে লাগায়। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শ্রমিক তার সাপ্তাহিক মজুরির সমান মূল্যের শ্রম করে ফেলে। ধরা যাক, একজন শ্রমিক সোমবার কাজ শুরু করে বুধবার সন্ধ্যার মধ্যে তার সাপ্তাহিক মজুরির পূর্ণ মূল্য মালিককে পুষিয়ে দেয়। তারপর সে কি কাজ বন্ধ করে? মোটেই না। পুঁজিপতি তার সপ্তাহের শ্রমই কিনেছে, তাই সপ্তাহের শেষ তিনটি দিনও তাকে কাজ করতে হয়। শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরির মূল্য তুলে দেওয়ার জন্য যে সময়কাল শ্রম করা প্রয়োজন তার উপর বাড়তি এই যে উদ্বৃত্ত শ্রম — এইটাই হল উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎস, মুনাফার-পুঁজির ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির উৎস।

শ্রমিক তিন দিন খেটে তার মজুরির সমান মূল্য তুলে দেয়, আর তিনদিন সে খাটে পুঁজিপতির জন্য — এটাকে আমাদের মনগড়া ধারণা বলে মনে করবেন না। মজুরির সমান মূল্য উসুল করে দিতে তার ঠিক তিনদিন লাগে, না দু'দিন, নাকি চারদিনই লাগে — সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর; অবস্থা অনুযায়ী সময়ের তারতম্য ঘটে। আসল কথা হল, যতখানি শ্রমের জন্য পুঁজিপতি পয়সা দিয়েছে তা ছাড়াও, কিছু শ্রম সে আদায় করেছে যার জন্য সে পয়সা দেয়নি। এটা কারো মনগড়া ধারণা নয়। কারণ, পুঁজিপতি মজুরি হিসাবে শ্রমিককে যা দেয়, তার সমান মূল্যের শ্রমই যদি সে শ্রমিকের কাছ থেকে আদায় করে তবে সে তার কারখানার গেটে তালা লাগাবে। কারণ, তার মুনাফা সেদিন গিয়ে শূন্যে ঠেকবে।

মার্ক্সের এই বিশ্লেষণের মধ্যেই আমরা সমস্ত অমীমাংসিত বিরোধের উত্তর পাই। এর দ্বারা উদ্বৃত্ত মূল্যের (যার একটা বড় অংশ হল পুঁজিপতির মুনাফা) উৎসটা এখন বেশ স্পষ্ট ও পরিষ্কার। শ্রমশক্তির মূল্য একটা দেওয়া হয় বটে; কিন্তু পুঁজিপতি শ্রমশক্তি থেকে যতটা মূল্য আদায় করে নেয়, তার তুলনায় অনেক কম মূল্য শ্রমিককে সে দেয়। এই দুয়ের মধ্যেকার ঠিক পার্থক্যটুকু, মজুরি বহির্ভূত শ্রমটুকু হল পুঁজিপতির অংশ, আরও সঠিকভাবে বললে গোটা পুঁজিপতিশ্রেণীর অংশ। আগে যে তুলো ব্যবসায়ীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তাতে, তুলোর দাম যদি না বাড়ে তবে, তুলো বিক্রি করে তুলো ব্যবসায়ীর যে লাভ আসে তা-ও বেতন-না-দেওয়া শ্রম থেকেই এসেছে। তুলো ব্যবসায়ী তুলোটা নিশ্চয় কোন বস্ত্রনির্মাতাকে বেচেছে, যে তার উৎপন্ন দ্রব্য থেকে ১০০ টেলর (অর্থাৎ তুলো বিক্রেতার লাভের অংশ — সঃগঃ) ছাড়াও আরও কিছু মুনাফা করতে সক্ষম। এইজন্যই যেটুকু মজুরি-না-দেওয়া শ্রম বস্ত্রনির্মাতা আত্মসাৎ করেছে, সেটাই সে তুলো ব্যবসায়ীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয়। সমাজে যারা কাজ করে না, এই মজুরি-না-দেওয়া শ্রমই তাদের প্রতিপালন করে। রাষ্ট্রীয় পৌর করের যতটা পুঁজিপতিশ্রেণীকে দিতে হয় সেটা এবং জমির মালিকের প্রাপ্য খাজনা ইত্যাদি সবই এ-থেকেই দেওয়া হয়। বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার গোটাটা এর উপরেই দাঁড়িয়ে আছে।

বর্তমান অবস্থায়, যখন একদিকে পুঁজিপতিশ্রেণী ও অন্যদিকে মজুরি-শ্রমিকদের মাধ্যমে উৎপাদন চলছে, একমাত্র তখনই মজুরি-না-দেওয়া শ্রমের সৃষ্টি হয়েছে — একথা ভাবলে অত্যন্ত ভুল হবে। পক্ষান্তরে, চিরকালই নিপীড়িত শ্রেণীকে বিনাবেতনে কাজ করতে হয়েছে। সুদীর্ঘ যুগ ধরে, যখন দাসব্যবস্থাই ছিল শ্রম সংগঠনের প্রচলিত প্রথা, তখন তাদের প্রাণধারণের উপকরণ হিসাবে যে মূল্য দেওয়া হতো তার থেকে অনেক বেশি শ্রম তাদের করতে হতো। বেগার খাটার অবসান ঘটার আগে পর্যন্ত ভূমিদাসত্বের আমলেও অবস্থা একই ছিল। বস্তুত এই যুগে, কৃষক তার নিজের জীবননির্বাহের জন্য কতটা সময় খাটছে আর কতটা সময় সে খাটছে মহালের ভূস্বামীর জন্য — তা খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। কারণ এই দু'ধরনের কাজের সময়টা ছিল আলাদা আলাদা। এখন এর বাইরের রূপটা বদলে গিয়েছে, কিন্তু আসল জিনিসটা রয়েছে একই, এবং যতদিন পর্যন্ত ''উৎপাদনের হাল হাতিয়ারের উপর সমাজের একটা অংশের একচেটিয়া আধিপত্য থাকবে, শ্রমিক স্বাধীনই হোক বা স্বাধীন না-ই হোক, তাকে নিজের জীবননির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমসময়ের উপরে বাড়তি শ্রম দিতে হবে উৎপাদনের হালহাতিয়ারের যারা মালিক, তাদের জীবনযাপনের উপকরণের যোগান দিতে'' (কার্ল মার্ক্স, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড)।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

অভাবনীয় বর্ধিত বিদ্যুৎমাশুল ও বকেয়ার বোঝা প্রতিরোধে
বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ বাতিলের দাবিতে অ্যাবেকার ডাকে

বিদ্যুৎমন্ত্রীর দপ্তরে বিক্ষোভ

২৬ আগস্ট, ২০০৪
জমায়েত ঃ ইডেন গার্ডেন্স, বেলা ২ টা

কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণ দিবস উদ্‌যাপন

চারের পাতার পর

বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে প্রতিহত করা যে সম্ভব হবে না, তা স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কংগ্রেস শাসনের গর্ভে যেভাবে বিজেপি'র উত্থান ঘটল, সেই ঘটনার দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। অন্যদিকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে দীর্ঘ কংগ্রেস শাসনে জনজীবনে যেভাবে নাভিশ্বাস উঠেছিল এবারও যে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আরও বলেন, সিপিআই(এম), সিপিআই সন্ন্যাসীর দল নয়, তারা ক্ষমতায় যেতে লালায়িত নয়, একথাও সত্য নয়। কিন্তু একদিকে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থে রচিত সমস্ত জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তকে অনুমোদন জানানো, আর বাইরে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে প্রতিবাদের ভাঁওতাবাজী করে জনসাধারণকে চূড়ান্ত প্রতারণা করার উদ্দেশ্যেই তারা সরকারে যায়নি। নাহলে তারা আপত্তি করলে সাধ্য আছে কি কংগ্রেস(ই) নেতৃত্বাধীন সরকারের পেট্রল-ডিজেলের দাম বৃদ্ধি সহ একটার পর একটা জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত বলবৎ করার। কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসকামী শক্তি হিসাবে এই যে দলগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন, আজ তাদের নগ্ন রূপ উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে।

জাতি-ভাষা-গোষ্ঠী-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত অংশের মানুষের জীবনে নেমে আসা সঙ্কটের মূলে যে পুঁজিবাদী শোষণ তাকে আড়াল করে যেভাবে আসামে স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপিত হয়ে চলেছে, তাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন যে, এই রাজ্য আবার আত্মহননের পথে পা বাড়াচ্ছে, রাজ্যের অস্তিত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বিনষ্ট হওয়ার মুখে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই সর্বনাশা পথ পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান।

চীনের প্রতিবিপ্লবের ঘটনা ব্যাখ্যা করে কমরেড ভট্টাচার্য বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ বারবার হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে গেছেন যে, দলের কর্মীদের চেতনার নিম্নমানের সুযোগ নিয়েই শোধনবাদী চিন্তা, যা আসলে বুর্জোয়া চিন্তা, এসে অনুপ্রবেশ করে। সেই আধুনিক শোধনবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম চালাতে হবে।

সভার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী রাজ্যের সিপিআই(এম), সিপিআই সহ অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোকে কংগ্রেসের সাথে মিত্রতার পথ পরিহার করে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

সভার সভাপতি দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড ভূপেন্দ্র নাথ কাকতী কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে রাজ্যে এস ইউ সি আইকে শক্তিশালী করার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সভার শুরুতে রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে কয়েকশ' মানুষের মৃত্যু এবং অশেষ দুর্দশার সম্মুখীন হওয়া লাখ লাখ মানুষের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানোর সাথে সাথে ত্রাণ-কার্যে সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করে এক সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বন্যা ও নদীভাঙনের বিজ্ঞানসম্মত স্থায়ী সমাধান, ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পুনর্বাসন এবং উপযুক্ত ত্রাণসামগ্রী বিতরণের দাবিতে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার পথে এগিয়ে আসতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন কমরেড চন্দ্রলেখা দাস ও সমর্থন করেন কমরেড সুরৎজামান মণ্ডল।

ঝাড়খণ্ড

৫ আগস্ট কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকী ঝাড়খণ্ড রাজ্যে মর্যাদা সহকারে পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে সিংভূম জেলার ঘাটশিলাতে 'মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অধ্যয়ন কেন্দ্রে'' এক জনসভা আয়োজিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যথা সিংভূম, বোকারো, রাঁচি, ধানবাদ থেকে বহু কর্মী ও সমর্থক এই সভাতে যোগ দিতে আসেন।

সকালে স্টাডি সেন্টার প্রাঙ্গণে স্লোগানের মধ্য দিয়ে রক্তপতাকা উত্তোলন করা হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন দলের স্টাফ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। পরে কমরেড শিবদাস ঘোষের মূর্তিতে একে একে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান কমরেড রণজিৎ ধর, দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী, সিংভূম জেলা সম্পাদক কমরেড রণজিৎ মোদক ও স্টাডি সেন্টারের পক্ষে কমরেড মলয় বোস। এরপর স্টাডি সেন্টারের কমনরুমে অবস্থিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কমরেডস্ কার্ল মার্ক্স, ফেডরিক এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুং ও শিবদাস ঘোষের ছবির সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে কমরেডরা বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান দলের প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির প্রয়াত সদস্য কমরেডস্ শচীন ব্যানার্জী, হীরেন সরকার, সুবোধ ব্যানার্জী, প্রীতীশ চন্দের প্রতিও।

বিকাল ৩টায় সভার কাজ শুরু হয়। সভা উদ্বোধন করেন দলের সিংভূম জেলা সম্পাদক কমরেড রণজিৎ মোদক। সভাপতিত্ব করেন দলের ঝাড়খণ্ড রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী। কমরেড শিবদাস ঘোষের ওপর রচিত সঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন দলের স্টাফ সদস্য কমরেড রণজিৎ ধর। তিনি তাঁর ভাষণে সঠিক মার্কসবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলা ও পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক গণআন্দোলনগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের সংগ্রাম ও শিক্ষাগুলিকে, বিশেষ করে বর্তমান চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের যুগে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের যে মান কমরেড শিবদাস ঘোষ নির্দেশ করে গিয়েছেন তা তুলে ধরেন। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা সমাপ্ত হয়।

ত্রিপুরা

কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে ৫ই আগস্ট বিকালে আগরতলায় যক্ষ্মা নিবারণী সমিতি হলে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় কর্মী ও সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। কমরেড ঘোষের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর তাঁর উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন কমরেড শিবানী দাস। সভার প্রধান বক্তা দলের সেন্ট্রাল স্টাফ বিশিষ্ট জননেত্রী কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বলেন — ৫ই আগস্ট এই দিনটিতেই আমরা হারিয়েছি আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কমরেড শিবদাস ঘোষকে। কমরেড ঘোষ মাত্র ১৩ বছর বয়সে ভারবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। কালক্রমে তিনি উপলব্ধি করেন যে, দেশ আপসের পথে স্বাধীন হচ্ছে, এই স্বাধীনতার ফলে গণমুক্তি ঘটবে না। তিনি ব্যাখ্যা করে দেখালেন যে, কমিউনিস্ট নামধারী দল সিপিআই প্রকৃত সাম্যবাদী দল হিসাবে গড়েই ওঠেনি। তাই গণমুক্তির লক্ষ্যে তিনি কয়েকজন

সহযোদ্ধাকে নিয়ে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রকৃত সাম্যবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আইকে গড়ে তোলেন। শুধু তাই নয়, তিনি একদল বিপ্লবী নেতা ও কর্মী তৈরি করে দিয়ে যান যাঁরা আজ সারা ভারতবর্ষে গণআন্দোলন গড়ে তুলছে। কমরেড ঘোষ শুধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেছেন যা শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সারা বিশ্বে গণমুক্তির আন্দোলনকে পথ দেখাবে। কমরেড ঘোষ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং শোধনবাদ সম্পর্কেও গভীর আলোকপাত করে গেছেন।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে কমরেড প্রতিভা মুখার্জী বলেন, সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া আজ উল্লাসে মেতে উঠেছে। রাষ্ট্রসংঘকে রাবারস্ট্যাম্পে রূপান্তরিত করে বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্ব হরণ করছে। শিশু নারী সহ হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে। বিভিন্ন দেশে সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে, অর্থনৈতিক অবরোধ করছে, মিলিটারী ক্যু ঘটিয়ে পুতুল সরকার বসাচ্ছে। শুধু তাই নয়, মিথ্যা অজুহাত খাড়া করে আফগানিস্থান ও ইরাকে আক্রমণ চালিয়ে দেশ দু'টিকে শ্মশানে পরিণত করেছে। আশার আলো এই যে, এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কমরেড ঘোষের নির্দেশিত পথেই এস ইউ সি আই দল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের পরিস্থিতির ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ৫৭ বৎসরের স্বাধীনতায় দেশের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষ পুঁজিবাদী শোষণে জর্জরিত। কাজ নেই, খাদ্য নেই, চিকিৎসা নেই, বাসস্থান নেই — মানুষ আজ পশুর জীবন যাপন করছে। শিক্ষাকে ব্যবসায়িক পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সর্বোপরি মানুষের মনুষ্যত্ব ধ্বংস করা হচ্ছে, পুলিশ ও সেনাবাহিনী মহিলাদের ইজ্জত কেড়ে নিচ্ছে। সাম্প্রতিক মণিপুরের ঘটনা তার প্রমাণ। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজির জন্ম দিয়েছে এবং শোষণ শাসনের স্বার্থে আজ সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধছে এবং তার হিস্যাদার হচ্ছে। অন্যদিকে সিপিআই-সিপিএম প্রমুখ দলগুলি পরিষদীয় রাজনীতির স্বার্থে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেসের সাথে আঁতাত করছে। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই ছাড়া শোষিত জনগণের স্বার্থে আর কোন দল ও শক্তি নেই। ফলে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাই কমরেড ঘোষের স্মরণ দিবস আমাদের কাছে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার শপথ গ্রহণ করার দিন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড মলিন দেববর্মা। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

কর্ণাটক

৫ আগস্ট কর্ণাটক রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয় বাঙ্গালোরের বি এম শ্রীস্মারক ভবনে। সভায় মূল বক্তব্য রাখেন কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ, সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এন শ্রীরাম।

কমরেড রাধাকৃষ্ণ বলেন, এই স্মরণসভা কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়, সমগ্র সমাজ জুড়ে যে সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে তার চরিত্র সঠিকভাবে বোঝা ও তার প্রতিকারে কমরেড ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে আমাদের নিজেদের জীবনে উন্নত সংস্কৃতি ও নৈতিকতার চর্চার মধ্য দিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্যই এই আয়োজন।

তিনি বলেন, সর্বহারাশ্রেণী যখনই তার নেতাদের এভাবে দেশের মানুষের সামনে তুলে ধরে এবং এই ধরনের স্মরণ অনুষ্ঠান করে, তখনই নানা মহল থেকে অভিযোগ তোলা হয় যে, এর দ্বারা নাকি সাম্যবাদী আন্দোলনে ব্যক্তিপূজা করা হচ্ছে। কিন্তু গোটা বিশ্বেই যেকোন শ্রেণীর যেকোন রাজনৈতিক আন্দোলনই জয়লাভ করা তো দূরের কথা, বিকাশলাভই করতে পারে না, যদি তার নিজস্ব শ্রেণী নেতৃত্বকে সেই আন্দোলনের সামনে প্রতিষ্ঠা করতে না পারে। সেজন্যই কমিউনিস্ট আন্দোলন সচেতনভাবেই তার নিজস্ব নেতৃত্বকে তুলে ধরে। তিনি বলেন, পার্টির মধ্যে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি এবং চেতনার নিম্নমানই ব্যক্তিপূজার জন্ম দেয়। কমরেড ঘোষ এই অমার্কসীয় ঝোঁকের বিরুদ্ধে সারা জীবন লড়াই করে গেছেন।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শেষ হয়।

সকল বেকারের কাজের দাবিতে ও মদের ঢালাও লাইসেন্সের প্রতিবাদে

এ আই ডি ওয়াই ও'র উদ্যোগে

৪র্থ রাজ্য যুব সম্মেলন

৩ - ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য নগর (জয়নগর)

রেলযাত্রী সমস্যা

দুয়ের পাতার পর

এবং স্টেশন চত্বর থেকে মদ-জুয়া-সাট্টার ঘাঁটি উচ্ছেদের দাবিতে দুই সহস্রাধিক মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে ইস্টার্ন রেলের ডি আর এমের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। দক্ষিণ বারাসত ও হরিনারায়ণপুর অঞ্চলের ডি এস ও এবং ডি ওয়াই ও কর্মীরা এই আন্দোলন সংগঠিত করেন। নেতৃত্ব দেন ডি ওয়াই ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি কমরেড দিব্যেন্দু মুখার্জী।

পাথরপ্রতিমায় নাগরিক কমিটির ডেপুটেশন

এ বছরের ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ সহ স্থায়ী নদীবাঁধ, এলাকার তিনটি হাসপাতাল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল, বিদ্যুৎ, রাস্তা, ব্রিজ, সাহারা ইণ্ডিয়ার কাছে সুন্দরবনকে বিকিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা রদ সহ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ২০ জুন প্রবল ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও দলমত নির্বিশেষে এলাকার মানুষজন নাগরিক কনভেনশনে সমবেত হন। পাথরপ্রতিমা বাজার ব্যবসায়ী সমিতির হলে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে প্রতিটি দ্বীপ এলাকার ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও মা-বোনেরা যোগ দেন। গড়ে তোলেন পাথরপ্রতিমা ব্লক নাগরিক কমিটি। এই কমিটির উদ্যোগে ২৭ জুলাই বৃষ্টিবাদল উপেক্ষা করে স্থানীয় বিডিও অফিসে গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন হিমাংশু পাত্র, সহদেব দাস, গোবর্ধন মান্না, সুধাময় মাইতি, নির্মলকুমার গিরি, বামনদেব মুখার্জী, সহদেব জানা, ললিত সাঁতরা, পরমেশ্বর দাস, কৃষ্ণ গিরি, সুধীর পড়ুয়া প্রমুখ। কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণ গিরি বৃহত্তর আন্দোলনের লক্ষ্যে লক্ষাধিক স্বাক্ষর সংগ্রহ, অঞ্চলে শাখা কমিটি গঠন ইত্যাদি কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

গোচরণে মদের ঘাঁটি ভাঙলেন মহিলারা

জয়নগর থানার গোচরণে পুলিশের একাংশের মদতে চলছে অবাধে মদ, জুয়া এবং সাট্টার ঘাঁটি। মাঝে মাঝে গ্রামের মানুষ রোষে ও ক্ষোভে ঐ ঘাঁটিগুলি ভাঙচুর করলেও প্রশাসনের পরোক্ষ মদতে তা আবার গজিয়ে ওঠে।

গত ১ আগস্ট রবিবার রাত ১০টা নাগাদ পাশের গ্রামের এক গৃহবধূ বাড়িতে অশান্তির কারণে গ্রামের কালীমন্দিরে যখন বসেছিলেন তখন কিছু দুষ্কৃতী তাঁর প্রতি অশালীন আচরণ করে। ঐ ঘটনার প্রতিবাদে ২ আগস্ট সোমবার পুলিশের সামনেই স্থানীয় মহিলারা মদ, জুয়া, সাট্টার রমরম করে চলা ঘাঁটি গুলিকে ভেঙে দেয়। জয়নগর থানায় অভিযোগ জানাতে যাওয়া ঐ গৃহবধূ ও তাঁর পিতাকে পুলিশ দীর্ঘক্ষণ আটকে রেখে অবশেষে জি আর পি-তে অভিযোগ জানাতে যেতে বললে গ্রামের উত্তেজিত মহিলারা পুলিশকে ঘেরাও করে এবং শেষপর্যন্ত পুলিশ অভিযোগপত্র নিতে বাধ্য হয়। ৩ আগস্ট মঙ্গলবার শ্লীলতাহানিতে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রায় ১০ মিনিট মতো ১১টার ট্রেনটি অবরোধ হয়। রেলপুলিশের একাংশের টনক নড়ে। তারা সঙ্গে সঙ্গে এলাকা পরিদর্শনে ছুটে আসে। মহিলারা জানান, গোচরণ স্টেশনটিকে সমাজবিরোধী মুক্ত না করলে এবং মেয়েদের রাতে চলার উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে তারা মাঝে মাঝে এরূপ ভাঙচুর ও অবরোধ চালিয়ে যাবে। ঘটনার মাত্রা বেগতিক দেখে বারুইপুর থেকে প্রশাসনের পক্ষে অফিসার সি আই এবং এস ডি পি ও আসতে বাধ্য হন। নির্যাতিত মহিলারা এবং গোচরণ স্টেশনে দুষ্কৃতীদের হাতে দীর্ঘদিন অত্যাচারিত গ্রামবাসীরাও মুখ খোলেন। তাঁরা বলেন, যে পুলিশের দায়িত্ব এলাকায় দুষ্কৃতীদের জব্দ করে শান্তি রক্ষা করা ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করা, সেই পুলিশই দিনদুপুরে ও রাতের দায়িত্বে থাকা আর পি এফরা ঐ দুষ্কৃতীদের সঙ্গে বসে মদ খায়, গোপন শলাপরামর্শ করে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে এলাকার মানুষ এ জিনিস আর বরদাস্ত করবে না।

কুলতলিতে ভাঙা বাঁধ মেরামতে বাধা দিচ্ছে সিপিএম দুষ্কৃতীরা

দেউলবাড়ি অঞ্চলে কাঁটামারি হাটের কাছে মাতলা নদীতে আবদুলের ট্যাঁকা থেকে পাগল সর্দারের ঘাট পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার লম্বা বাঁধ গত একমাস হল ভেঙে গেছে। মেরামত না করা হলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে যাবে। এ নিয়ে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে প্রশাসনের সর্বস্তরে দাবি জানানো হয়। অবশেষে ঠিকাদার নিয়োগও করা হয়েছে। কিন্তু এখন ঐ এলাকার সি পি এম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বাঁধ মেরামতে বাধা দিচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, ঠিকাদারের কাছে তারা মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছে।

কোটালের মুখে বাঁধ মেরামত না করা হলে ভয়াবহ বিপদ দেখা দেবে, একথা এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে ডি এম ও পুলিশকে জানানো হয়েছে, কিন্তু প্রশাসন নির্বিকার।

সমন্বয়ই আসল, সংগ্রাম লোকদেখানো

একের পাতার পর

পারে? বাইরে এবং তাদের দলের ভেতরেও এই নিয়ে নানা গুঞ্জন উঠতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটে সিপিএম নেতারা গরম গরম বিবৃতি দিতে শুরু করেন। ভাবখানা এমন, যেন সরকার যা করছে তা সিপিএমের সম্মতি ছাড়াই। অনিল বিশ্বাস বলেছেন, আমরা পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বলছি। সুর চড়ালেন সীতারাম ইয়েচুরি। তিনি বলেছেন, আমরা কেবল চেঁচাই না, কামড়াতেও জানি। গরম গরম এই বিবৃতি দিয়ে তাঁরা দেখাতে চাইলেন, এই সরকারের জনবিরোধী কার্যকলাপের তাঁরা বিরুদ্ধে। অথচ একথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না যে, সিপিএম না চাইলে কংগ্রেসের পক্ষে এই জনবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব ছিল না। তাই সিপিএম রাজি না হলে বা এর বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানালে কংগ্রেসের ক্ষমতা ছিল না আড়াই মাসের মধ্যে পরপর তিনবার পেট্রল ডিজেলের দামবৃদ্ধি করার।

বাস্তবেও তাই। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম। তিনি বলেছেন, বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের যে সীমা বাড়ানো হয়েছে, তা করা হয়েছে অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচি (সিএমপি) মেনেই। এই সিএমপি রচনার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি এবং কংগ্রেসের অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা জয়রাম রমেশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে সিএমপিতে যা আছে সবটাই জনস্বার্থবাহী, সিপিএমের এই দাবি সঠিক নয়। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে কংগ্রেস-সিপিএম অনেক কিছুই সেখানে যুক্ত করেছে।

সিপিএমের এই ভূমিকা নিয়ে নানান প্রশ্ন যখন উঠতে শুরু করেছে তখন সরকার পরিচালনায় আরও আলাপ আলোচনা ও মত বিনিময়ের কথা বলে সমন্বয় কমিটিতে যাওয়ার দাবি তোলেন সিপিএম নেতারা। তাঁরা দেখাতে চাইলেন, এসব বিষয়ে তাদের মত নেই এবং যদি সমন্বয় কমিটিতে যাওয়া যায় তাহলে অনেক কিছুই তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। ফলে সেই অনুযায়ী তাঁরা প্রস্তাব পাঠালেন। গোড়ায় কংগ্রেসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কংগ্রেস এবারে ভাব দেখায় যেন তারা এতে আগ্রহী নয়। তারপর জ্যোতি বসু ও হরকিষেণ সিং সুরজিতের দৌত্যের পর কংগ্রেস রাজি হয়। সমন্বয় কমিটিতে সিপিএম সহ তার সহযোগী বামেরা যায়। এবার সিপিএম ভাব দেখায় যেন জনগণের স্বার্থে একটা বিরাট দাবি তারা আদায় করেছে। এর সবটাই সাজানো।

কী দেখা গেল সমন্বয় কমিটি গঠনের পর? দেখা গেল পেট্রল- ডিজেলের দাম আবার বাড়ল, প্রভিডেন্ট ফান্ডে সুদের হার কমল। তাহলে এই সমন্বয় থেকে জনগণ কী পেল? যা চলছিল তাই চলতে থাকল। তাহলে এই সমন্বয়ের সঙ্গে জনস্বার্থের কী সম্পর্ক?

অবশ্য দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী স্বস্তি পেল। এই সমন্বয় গড়ে ওঠায় সিপিএমের বাইরে থেকে বাগাড়ম্বর বন্ধ হল। সরকারের স্থায়িত্ব নিঃসন্দেহে বাড়ল। পুঁজিপতিশ্রেণী এটাই চেয়েছে। পুঁজিপতিশ্রেণী চেয়েছে সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে যাতে কোন সংশয় না থাকে। বাইরে থেকে সিপিএম সমর্থন এবং ৫ বছর সরকার টিকিয়ে রাখার গ্যারান্টি দিলেও পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে তা নিয়ে সংশয় পুরোপুরি কাটছিল না। সিপিএম সমন্বয় কমিটিতে এসে যাওয়ায় পুঁজিপতিদের সে সংশয় কাটল।

কিন্তু সিপিএম দলের ভিতরে যে অংশ কংগ্রেসের সঙ্গে এই মাখামাখি পছন্দ করছেন না, যাঁরা এইসব জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চান তাঁদের আশ্বস্ত করতে লড়াই লড়াই ভাব দেখানোও সিপিএমের দরকার। সেইজন্যই নেতারা সমন্বয়ের সঙ্গে সংগ্রামের স্লোগান যুক্ত করলেন। আর এই সংগ্রামের নিদর্শন হিসাবে এই সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে কিছু মামুলি মিছিল করিয়ে দিলেন এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে দিয়ে একটা কনভেনশন করিয়ে দিলেন। তাঁদের সংগ্রাম এইখানেই শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা একথাও বললেন যে, তাঁরা এমন কিছু করবেন না যাতে এই সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। অর্থাৎ এটাও পরিষ্কার হল যে, সংগ্রামের নামে সিপিএম এর বেশি কিছু করবেও না। কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এই তিন রাজ্যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনের কথা ভেবে কিছু মিছিল তারা করলেও সর্বভারতীয় স্তরে কোন আন্দোলনই তারা করবে না।

বাস্তবে এই সমন্বয় কমিটিতে যোগ দিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএম আরও বেশি ঘনিষ্ঠ হল। আর সংগ্রামের কথা আনা হল দলের কর্মী-সমর্থক এবং জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। এটাই হল সিপিএমের ''বাস্তববাদী'' রাজনীতি।

সংঘ পরিবারেরই সৃষ্টি

তিনের পাতার পর

২০০৪, আমেদাবাদে তিনি হতভাগ্য মুসলিমদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন; বললেন, ''ক্ষমা প্রার্থনাকারীর চেয়ে ক্ষমাদানকারী অনেক বেশি মহান।'' সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রতিশ্রুতিও দিলেন, ''অপরাধীরা শাস্তি পাবে।'' কিন্তু তিনি খুব ভাল করেই জানতেন যে, অপরাধীদের শাস্তি দেবার এতটুকু ইচ্ছা নেই নরেন্দ্র মোদীর সরকারের। আসলে একদিকে মুসলিম ভোট পাওয়া এবং অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের রোষ থেকে মোদীকে রক্ষা করা — এই দু'টি উদ্দেশ্য বাজপেয়ীর ক্ষমা ভিক্ষার পিছনে কাজ করেছে। অর্থাৎ নিছক রাজনৈতিক প্রয়োজনেই এই ক্ষমাভিক্ষা।

নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর নির্বাচনী পরাজয়ে ক্ষমতা হারিয়ে বাজপেয়ী যখন বিপর্যস্ত তখন ১২ জুন ২০০৪ সাংবাদিকদের কাছে তিনি বললেন, ''হিংসাজনিত (গুজরাট গণহত্যা) প্রভাবে আমরা নির্বাচনে হারলাম।'' তাহলে কি গুজরাট ঘটনাবলীর মোকাবিলায় বিজেপি'র ভুল ছিল? না, তিনি এবার জোরের সঙ্গে বললেন, ''গুজরাট প্রশ্নে বিজেপি'র মোকাবিলায় কোন ভুল ছিল না।'' তাই যদি হবে তাহলে ঠিক পরদিন ১৩ জুন বাজপেয়ী মোদীকে অপসারণের প্রস্তাব আনলেন কেন? এখানেও তাঁর নিছক রাজনৈতিক তাগিদ। গুজরাট গণহত্যায় মোদীর ভূমিকার জন্য তিনি মোদীর পদত্যাগ চাননি। বিষয় হল, নির্বাচনের আগে বিজেপি বাজপেয়ীকে সামনে রেখে নির্বাচনে লড়েছিল। ফলে স্বাভাবিক কারণে বিপর্যয়ের দায়দায়িত্বের প্রশ্নেও বাজপেয়ীর উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। তাই যে বাজপেয়ী বিজেপি'র গুজরাট শাখা ও সরকারকে সার্টিফিকেট দিলেন, সেই তিনিই আত্মরক্ষায় পরদিন মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে মোদীকে সরিয়ে দেবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন; বোঝাতে চাইলেন — এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী তিনি নন, দায়ী গুজরাটের গণহত্যা তথা মোদীর অপকীর্তি। দলের সভাপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু অবশ্য কৌশলে দু'দিক সামাল দিলেন। বাজপেয়ীকে দায়মুক্ত করে বললেন, ''বিজেপি কোন ব্যক্তিনির্ভর পার্টি নয়'' (যদিও বিজেপি'র মেনিফেস্টোর প্রায় প্রতিটি পাতায় বাজপেয়ীর ছবি ছাপা হয়েছিল), এবং মোদীকে রক্ষা করতে বললেন — মোদী নয়, ''গুজরাটের দাঙ্গা নিয়ে বিরোধীদের প্রচার আমাদের ক্ষতি করে দিয়েছে''; ফলে মোদীর অপসারণের বিষয়টি আলোচ্য বিষয় হিসাবেও রাখা হবে না।

বেঙ্কাইয়া নাইডুর কথা থাক। বাজপেয়ী প্রসঙ্গে যতগুলি উদাহরণ তুলে ধরা হল তাতে কি আমরা কোন উদারপন্থী ব্যক্তির পরিচয় পেলাম? বরং এক ধুরন্ধর রাজনীতিকের পরিচয় পেলাম — যিনি সুবিধামত এখন এক কথা তখন অন্য কথা বলেন, এবং যিনি আগাগোড়াই আর এস এস-এর উগ্র হিন্দুত্ববাদী চিন্তার দ্বারা পরিচালিত। (তথ্যসূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন পত্রিকা, ১৬-৭-০৪)

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

কলকাতায় মহান এঙ্গেলস স্মরণে সভা

মহান কার্ল মার্ক্সের আমৃত্যু সহযোদ্ধা, মার্ক্সবাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের ১০৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এস ইউ সি আই কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে ১২ আগস্ট এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সর্বহারাশ্রেণীর মহান নেতাদের জীবন ও সংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি মহান নেতাদের স্মরণ দিবস পালনের যে আহ্বান জানিয়েছে তদনুসারে আহূত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় স্টাফ ও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মানিক মুখার্জী। উপস্থিত ছিলেন সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গে বিলীন করে দিয়েছিলেন। বহু বিষয়ে গভীর ও বিশাল জ্ঞানের অধিকারী এই মহান নেতা ছিলেন অহম্‌বোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সমুন্নত বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী। তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষক পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষ যাঁদের কাছ থেকে শিখেছেন এঙ্গেলস সেই নেতাদের অন্যতম।

তিনি বলেন, লেনিনের শ্রদ্ধার্ঘে আপনারা শুনেছেন মার্ক্স-এঙ্গেলসের বন্ধুত্ব পুরাণের মহত্তম বন্ধুত্বের নজিরগুলিকেও ছাপিয়ে যায়। মার্ক্সের মৃত্যুর পর অনেকেই যখন তাঁকে মার্ক্সের সমকক্ষ হিসাবে স্থাপন করতে চান, তখন এঙ্গেলস বলেছিলেন — আমি যা করেছি মার্ক্স চাইলে তার সবই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি যা করেছেন আমি তা পারতাম না। এভাবে তিনি মার্ক্সকে অথরিটি হিসাবে তুলে ধরেছেন। চরিত্রের কত উচ্চ মানকে এটা প্রতিফলিত করে ! তিনি বলেন, বন্ধুত্বের মধ্যেও ব্যক্তিবাদ থাকে, সব বন্ধুত্বই ব্যক্তিবাদ মুক্ত নয়। মার্ক্স-এঙ্গেলসের বন্ধুত্ব ছিল ব্যক্তিবাদের সকল কলুষ থেকে মুক্ত।

কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন — ভারতবর্ষের বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, দল ও গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার আলোকে মহান এঙ্গেলসের জীবন ও সংগ্রামকে জানা, বোঝা ও তা থেকে শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। একমাত্র এভাবেই মহান এঙ্গেলসের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা জানান সম্ভব।"

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

বক্তব্য রাখছেন কমরেড মানিক মুখার্জী, মঞ্চে আছেন কমরেডস্ প্রভাস ঘোষ, প্রতিভা মুখার্জী ও ছায়া মুখার্জী

কমরেডস প্রতিভা মুখার্জী, ছায়া মুখার্জী ও রাজ্য কমিটির কয়েকজন সদস্য।

রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড কালিকা মুখার্জীর সভাপতিত্বে মহান এঙ্গেলসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে সভা শুরু হয়। এঙ্গেলসের মৃত্যুর অব্যবহিত পর নভেম্বর বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিন যে শ্রদ্ধার্ঘে এঙ্গেলসের জীবন সংগ্রাম, তত্ত্ব, কর্মসাধনা ও উন্নত সর্বহারা চরিত্র তুলে ধরেন — সেটির বাংলা অনুবাদ সভায় পাঠ করা হয়।

প্রধান বক্তা কমরেড মানিক মুখার্জী বলেন — উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে এসে এঙ্গেলস শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি গভীর ভালোবাসা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও আপসহীন জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ডি-ক্লাসড্ (শ্রেণীচ্যুত) হয়ে নিজেকে

পি এফে সুদ কমল

দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র

কর্মচারী ভবিষ্যনিধি (পিএফ) সংগঠনের কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের সদস্য এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর অন্যতম সম্পাদক কমরেড শঙ্কর সাহা প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদ কমানোর সরকারি সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে ১০ আগস্ট কলকাতায় এক বিবৃতিতে বলেন,

"গতকাল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের সভায় সদস্য হিসাবে আমি উপস্থিত ছিলাম। আই এন টি ইউ সি বাদে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সর্বসম্মত দাবি ১২% সুদের হার পুনর্বহাল করা দূরে থাক, এমনকী যাঁরা গতকালের সভায় চলতি হার ৯.৫% বজায় রাখার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তাঁদের মতামতকে উপেক্ষা করে সুদের হার আরও কমিয়ে ৮.৫% ঘোষণার মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সমর্থিত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার পুনরায় প্রমাণ করল যে, এই সরকার এন ডি এ সরকারের মতই শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ অনুসরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। স্মরণ থাকতে পারে যে, পূর্বতন এন ডি এ সরকার স্পেশাল ডিপোজিট স্কীম (এসডিএস), যেখানে পি এফ-এর আনুমানিক ৮০% টাকা বিনিয়োগ করা হয়, সেখানে সুদের হার ১২% থেকে কমিয়ে ৮% করেছিল। আমরা বার বার দাবি করা সত্ত্বেও এই সরকার পূর্বতন সরকারের শ্রমিক-কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত সংশোধন করতে অস্বীকার করেছে। এখন এস ডি এস থেকে কম সুদ পাওয়া যাচ্ছে এই অজুহাতে পি-এফের সুদ কমানো হলো। এর দ্বারা প্রমাণ হল, সরকার পাল্টালেও নীতি পাল্টায়নি। আমরা দৃঢ়ভাবে মনে করি, এস ডি এস-এর সুদ বাড়িয়ে পি এফ-এর সুদ ১২% করা যেত। এই প্রসঙ্গে আমরা আরও বলতে চাই, শ্রমিকরা ব্যবসা করার জন্য পি এফ-এ টাকা জমা রাখেন না। এই কারণে এই টাকার সুদের হার নির্ধারণের দায়িত্ব বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না। এটা সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের মূল দৃষ্টিভঙ্গির ধারণা ও চরিত্র বিরোধী। আমরা মনে করি, এই সুদ কমানোর প্রক্রিয়া মূল্যবৃদ্ধির আক্রমণে বিপর্যস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনকে দুর্বিষহ করবে এবং সমগ্র সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পকে অর্থহীন ও বিপন্ন করে তুলবে।

এই প্রেক্ষিতে সরকারি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশজোড়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির কাছেও আমাদের আবেদন — আসুন, আমরা সম্মিলিতভাবে দেশব্যাপী শিল্প ধর্মঘটের কর্মসূচি ঘোষণা করি।"

কর্ণাটকে ফি বৃদ্ধি ঃ ক্লাস বয়কট ও মিছিল

কর্ণাটক রাজ্যে সম্প্রতি মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে ফি-এর পরিমাণ এত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে গরিব-মধ্যবিত্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে এই কলেজগুলিতে পড়াশোনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্গড কমিটির সুপারিশে কর্ণাটক সরকার মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পড়ার ফি ধার্য করেছে ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা, ডেন্টাল কলেজের ফি ধার্য হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়তে গেলে প্রতি বছরে লাগবে ৩৬ হাজার টাকা।

এর বিরুদ্ধে এ আই ডি এস ও ক্লাস বয়কটের ডাক দিয়েছিল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে গত ২৬ জুলাই থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত সাতদিন ধরে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এসে 'প্রতিবাদ সপ্তাহ' পালন করে ছাত্রছাত্রীরা। প্রতিবাদ সপ্তাহের পঞ্চম দিনে এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে গুলবর্গায় এক বিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। এম বি আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স কলেজ, এন ভি কলেজ, ডি এ সায়েন্স কলেজ, মুক্তাম্বিকা সায়েন্স কলেজ এবং বিজয়া বিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাকেন্দ্রগুলির ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে হাজারে হাজারে এসে ডি এস ও রাজ্য নেতা কমরেড মঞ্জুনাথের নেতৃত্বে মিছিলে যোগদান করে। মিছিলের শেষে সরকারি নির্দেশের প্রতিলিপি পোড়ানো হয় এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা একটি স্মারকলিপি ডেপুটি কমিশনারের কাছে পেশ করা হয়।

কর্ণাটকে ঠিকা বিদ্যুৎ শ্রমিকদের বিক্ষোভ

সারা দেশের ঠিকা শ্রমিকদের মতো কর্ণাটক রাজ্যের ঠিকা শ্রমিকরাও অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছেন। বিশেষ করে সে রাজ্যের বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলির ঠিকা শ্রমিকরা চূড়ান্ত শোষণের শিকার। বছরের পর বছর ধরে এই শ্রমিকরা ১২০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা বেতন-কাঠামোয় কাজ করে চলেছেন। যে সমস্ত ঠিকাদাররা দালাল হিসাবে কাজ করে, তারা শ্রমিক পিছু ১ হাজার টাকা করে হাতিয়ে নিয়ে যায়। এই ঠিকা শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ড কিংবা ই এস আই-এর মতো আইনি সুবিধাগুলি থেকেও বঞ্চিত।

এই অবস্থার প্রতিবাদে ঠিকা শ্রমিকদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াইয়ে নেমেছে ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত বিদ্যুৎ শিল্প ঠিকা কর্মচারী সংগঠন। গত ১৫ জুলাই কে পি টি সি এল এবং কর্ণাটকের চারটি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থার বিরাট সংখ্যক শ্রমিকদের নিয়ে এই সংগঠন কাবেরী ভবনের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে এবং কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিপত্র পেশ করে।

ইউ টি ইউ সি-এল এস, কর্ণাটক রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড কে সোমশেখরের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করে। সঙ্গে ছিল ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা।

মানুষের ঘরে ঘরে আলো পৌঁছে দেবার কাজ করে যাচ্ছেন যেসব শ্রমিকরা তাঁদের নিজেদের জীবনের ঘন অন্ধকার দূর করার উদ্দেশ্যে পেশ করা এক দাবিপত্রে ঠিকা প্রথার অবলুপ্তি এবং ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়।

অমল আলোয়

সৌজন্যে ঃ সংবাদ প্রতিদিন

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net